SEMESTER-6
PAPER:CC-14
MODULE-2
পাঠ প্রণেতা: বুদ্ধদেব অধিকারী

1.শেক্সপিয়রের জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত করে তাঁর নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করো।

শেক্সপিয়রের জীবনকথা :

শেক্সপিয়রের জীবন তাঁর অমর রচনাবলীর মতোই যুগ যুগ ধরে পাঠকমনে অনন্ত বিস্ময় ও রহস্য সৃষ্টি করে চলেছে। দীর্ঘকালের পথ পেরিয়ে আজও সেই রহস্য উন্মোচনে পাঠকমন ক্লান্তিহীন। রহস্যমণ্ডিত আপন সৃষ্টির মতোই স্রষ্টার নিজের জীবনও রহস্যে ঘেরা। শেক্সপিয়রের নিজের জীবনেরও যেমন অনেক কথাই জানা যায়, তেমনি জানা যায় না আবার অনেক কথাই। তাই এই মানুষটিকে ঘিরেও বিস্ময়ের অন্ত নেই। নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে তাঁর কোথায়, কীভাবে হাতেখড়ি হয়েছিল, তা' আমাদের কাছে অস্পষ্ট। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে বিয়ে করেছিলেন ছাব্বিশ বছরের এক রমণীকে। তাই বা কেন? বিয়ের পর এবং লন্ডনে আসার আগের কয়েকটি বছর তিনি কী করেছিলেন তাও সুস্পষ্ট নয়। লোকটিই বা কেমন ছিলেন? গৃহস্থ না সাধুসন্ত? ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো আত্মস্থ, কোলরিজের মতো স্বপ্নবিলাসী, কীটসের মতো সৌন্দর্যপিয়াসী, শেলীর মতো বিদ্রোহী, অথবা কোনোটাই নয়। সাংসারিক জীবনে তিনি কি ছিলেন বেহিসেবী, না অতি-হিসেবী, না ব্যবসাপত্তর ভালই বুঝতেন? তাঁর সনেটে উল্লেখিত 'ডার্ক লেডী' বা শ্যামাঙ্গনার মতোই তাঁর নিজের জীবনের বহু কথাই আজও অলিখিত, রহস্যাবৃত। সৃষ্টির মধ্য দিয়েও স্রষ্টাকে ধরার উপায় নেই। আপন সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা শেক্সপিয়র নিজেকে প্রকাশ করেছেন এ কথাটা যেমন সত্য, তেমনি আপন সৃষ্টির বাল্মীকিস্তূপে তিনি নিজেকে গোপন রেখেছেন এ কথাটিও তেমনি সত্য।

তবু শেক্সপিয়রের জীবনকথার যে রেখারুপটির পরিচয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই—উইলিয়ম শেক্সপিয়র (William Shakespeare)-এর জন্মকাল ২৩শে এপ্রিল, ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ। স্থান, অ্যাভন নদীর ধারে, ওয়ারউইকশায়ারের অন্তর্ভুক্ত স্ট্র্যাফোর্ড-অন-অ্যাডন (Stratford-on-Avon) নামক ছোট্ট

শহর। বাবা জন শেক্সপিয়র (John Shakespeare), মায়ের নাম মেরী আর্ডেন (Mary Arden)। বাবা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কিছুদিন স্ট্র্যাটফোর্ড শহরের মেয়রও ছিলেন। মা-ও ছিলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে।

সাত বছর বয়সে শেক্সপিয়র তাঁর ছোট ভাই গিলবার্ট (Gilbert)-এর সঙ্গে ওই শহরের পাঠশালাতে (Free Grammar School) ভর্তি হন। সেখানে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। কিন্তু লেখাপড়া তাঁর বেশিদূর এগোল না। ব্যবসায়ে পিতার আর্থিক দুরবস্থার কারণে তাকে বিদ্যালয় ছেড়ে ব্যবসায়ে বাবার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হল। শিক্ষাগ্রহণে তাঁর পরবর্তী পাঠশালা হচ্ছে এই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবন। জীবনের খোলাপাতা থেকেই তিনি তাঁর পাঠগ্রহণ করেন।
আঠার বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন তাঁর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়ো এক মহিলাকে। নাম অ্যান হাথাওয়ে (Anne Hathaway)। বিয়েটা হয় বেশ তাড়াহুড়ো করেই। প্রায় এই সময়েই আর একটা ঘটনা ঘটে, যার ফলে তাঁকে পালিয়ে আসতে হয় লন্ডনে। ঘটনাটি হচ্ছে—স্যার টমাস লুসি নামে এক প্রতিবেশী জমিদারের বাগান থেকে হরিণ চুরির অপরাধে তিনি ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর প্রতি বেত্রদণ্ড ও কারাবাসের আদেশ হয়। শাস্তি এড়াতে 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' নীতি অনুসরণে পালিয়ে তিনি হাজির হলেন লণ্ডনে। পরবর্তীকালে শেক্সপিয়র তাঁর রচিত ‘হেনরি দ্য ফোর্থ’ নাটকে জাস্টিস শ্যালো চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর মনের পুরানো ঝাল মিটিয়েছেন। কিন্তু শেক্সপিয়রের অমর লেখনীর স্পর্শে সেই চরিত্রটির মধ্যে ওই গ্রাম্য জমিদারটিও অমর হয়ে আছেন।

১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শেক্সপিয়র আসেন লণ্ডনে। প্রায় পরিচয়হীন যুবক কাজ পেলেন, সে কাজ হচ্ছে গ্লোব থিয়েটারে অশ্বরক্ষকের কাজ। থিয়েটারে যেসব ধনী দর্শক এবং অভিনেতারা ঘোড়ায় চড়ে আসতেন, প্রবেশপথের মুখে তাঁদের ঘোড়ার দেখভাল করার কাজ। কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই সুড়ি-পথই যে তাঁকে একদিন রাজপথে নিয়ে যাবে তা কি তিনি জানতেন? থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল বাড়তে থাকল। ক্রমে ক্রমে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছোটোখাট ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ দিতে লাগলেন। এইভাবেই থিয়েটারের বাইরের অঙ্গন থেকে তিনি ক্রমে ঠাই করে নিলেন থিয়েটারের অন্তঃপুরে। তাঁর কাজে তুষ্ট হয়ে, তাঁর গুণপনার পরিচয় পেয়ে, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ক্রমে তাঁকে পুরানো নাটক বা অভিনয়ের জন্য উপস্থাপিত নাটককে কাজ চালানোর উপযোগী পরিমার্জনার (cobbling) কাজেও নিযুক্ত করলেন। এই কাজ করতে গিয়েই নাটকের প্রয়োগকুশলতা সম্পর্কে শেক্সপিয়র অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করলেন। এইভাবে নাটক রচনায় প্রাথমিকভাবে তাঁর হাতেখড়ি হল। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তাঁর স্বকীয় নাট্য রচনার সূত্রপাত। ক্রমে তাঁর নাটক রচনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে

পড়ল। এই খ্যাতি সমসাময়িক কোনো কোনো নাট্যকারের ঈর্ষারও কারণ হয়েছিল। সমসাময়িক এক নাট্যকার রবার্ট গ্রীন (Robert Green, ১৫৫৮-৯২ খ্রিস্টাব্দ) তো বলেই বসলেন— "এই ভুঁই-ফোঁড় দাঁড়কাকটি আমাদেরই পালক গুঁজে ময়ূর সেজেছেন।" তিনি মোট সাঁইত্রিশটি নাটক রচনা করেন, এই নাটকগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

শেক্সপিয়রের খ্যাতি যেমন অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল, তেমনি তিনি বহুজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাও পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে আর্ল অব সাউদাম্পটন (Earl of Southampton)-এর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা উল্লেখযোগ্য। এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের নামেই তিনি তাঁর Venus and Adonis এবং The Rape of Lucrece নামক কবিতা দুটি উৎসর্গ করেন। তাঁর রচিত ১৫৪টি সনেটের মধ্যেও কতকগুলি সনেট তাঁর এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুর উদ্দেশ্যে লিখিত। অবশিষ্ট কতকগুলি প্রেমকবিতা কোনো এক শ্যামাঙ্গনার (dark lady) উদ্দেশ্যে লিখিত। তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করে বলা যায় :

"Nor marble nor the glided monuments
Of Princes shall outline this powerful rhyme."

শেক্সপিয়রের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র হ্যামনেট (Hamnet) এর মৃত্যু হয়। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাসাদোপম বাড়ী ক্রয় করেন। নিজের জন্মস্থান স্ট্র্যাফোর্ড-এও প্রচুর ভূ-সম্পত্তি কেনেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের অভিনয় জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তাঁর জন্মস্থানে ফিরে যান। জীবনের শেষ কয়বছর সেখানেই তাঁর অতিবাহিত হয়। খ্যাতি, সমৃদ্ধি ও শান্তির মধ্যেই ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহাকবির জন্মদিন এসে মিশে যায় মৃত্যুদিনের সঙ্গে। স্ট্র্যাটফোর্ড চার্চেই দেওয়া হয় মরদেহের সমাধি। তাঁর সমাধি-ফলকে কবির স্বরচিত নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পক্তি লিখিত আছে :

"Good friend, for Jesus" sake forbear
To dig the dust enclosed here:
Blest be the man that spares the stones.
And crust be he that moves my bones."

শেক্সপিয়রের নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য:

রানী এলিজাবেথের যুগ ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ। ধর্মে-কর্মে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, সাম্রাজ্য ও সাগরের একাধিপত্যে এই যুগেই ইংল্যান্ড ইউরোপের মধ্যে আপনার বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে।

বহুদিনের নিদ্রার পর জাতি যেন জেগে উঠেছে সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। সেই প্রাণের বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়েছে সাহিত্যে কবিতায় নাটকে। নতুন নাট্যজাগরণের ও নাট্যশালার উদ্ভবের পিছনেও ছিল এই আত্মপ্রকাশের প্রয়াস।

পূর্ববর্তী কালের নাট্যরচনায় ক্লাসিক্যাল নাটকের রীতি পুরোপুরি মেনে চলা হত। এক্ষেত্রে গ্রিক ও ল্যাটিন নাটকের স্থান, কাল ও ঘটনাগত ঐক্য নিয়ে ত্রি-ঐক্য (Three unity) সূত্র ট্যকারগণ মেনে চলতেন। এলিজাবেথের যুগেই নাটক রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজ নাট্যকারদের স্বকীয় ভাবনার অঙ্কুর দেখা গেল। শেক্সপিয়রের পূর্বসুরী হিসেবে নাট্যকার জন লিলি, টমাস কিড্, জর্জ পীল, রবার্ট গ্রীন, ক্রিস্টোফার মার্লো প্রমুখ নাট্যকারগণ ক্লাসিক্যাল নাটকের 'ত্রি-ঐক্য সূত্র' না মেনে নাটকে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন। কাহিনীর চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ দেখাতে গিয়ে, যেভাবে তাকে উপস্থিত করা দরকার, সেই প্রয়োজনের পদ্ধতিকেই নাটকে উপস্থাপিত করলেন। গ্রিক বা রোমান নাটকের ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতির একেবারে অনুকরণ নয়, গড়ে উঠল রেনেসাঁস ভাবনা-চিন্তাসম্পন্ন ইংরেজি নাটক।

পূর্বসুরী নাট্যকারগণ যার সূচনা করে গেলেন তার পরিশীলিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন শেক্সপিয়র। ইংরেজি নাটকে এই নতুন রীতির তিনি প্রবর্তক না হলেও তিনি এই রীতির পরিণত তথা সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

পূর্বতন ক্লাসিক্যাল পদ্ধতি অনুযায়ী ট্র্যাজেডি ও কমেডির স্পষ্ট পার্থক্য তিনি মানেননি। তাঁর ট্র্যাজেডি ও কমেডি অপূর্ব। কমেডির হাসির কলরোলের মধ্যেই কোথাও বা বিষাদের সুর, আবার ট্র্যাজেডির চরম বেদনাবোধের পাশেই রয়েছে হাসির শুভ্র অশ্রুপাত। পাপীকে নিয়ে ট্র্যাজেডির নায়ক রচনা অ্যারিস্টটল মেনে নেননি অথচ পাপী যখন পাপকে মহত্তর আর্টের বিশালতায় নিয়ে যায়, তখন তার মধ্যে চরিত্রের আভিজাত্য দেখা যায়। একথা মেনে নিয়ে শেক্সপিয়র সৃষ্টি করেছেন তৃতীয় রিচার্ডকে। ফরাসি ক্লাসিক্যাল নাটকে আছে চরম সরলতা—কমেডির মধ্যে ট্র্যাজেডির ছায়া মাত্র নেই, আবার ট্র্যাজেডির মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা নিষিদ্ধ। কিন্তু শেক্সপিয়রের নাটকে দেখি অপূর্ব জীবনপ্রীতি—সেখানে হাসি ও অশ্রু যেমন নির্বিচারে মিশেছে, তেমনি মিশেছে ইতিহাসের গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অপূর্ব হাস্যরস।

দ্বিতীয়ত, কাহিনী উপস্থাপনার দিক থেকে দেখা যায় ক্লাসিক্যাল নাটকে (গ্রিক নাট্যকলায়) কাহিনীর যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানেই ঘটনা অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে। গ্রিক নাটকে প্রায়শ দৈবনিগ্রহ

বা কোনো মহাপাপের ফলে নায়কের পতনটুকুই দেখানো হয়। সেখানে গল্পের উপস্থাপনার মধ্যে যা চমৎকারিত্ব, তা হল, এক বিশেষ ধরনের Dramatic Irony প্রয়োগে। আসন্ন সর্বনাশ সম্পর্কে নায়ক অচেতন থাকলেও দর্শকেরা নিয়তির নেপথ্য খেলাটিকে বুঝে নায়কের নিশ্চিত সর্বনাশ জানে এবং নায়কের জন্য দর্শক দুঃখবোধ করে। কিন্তু শেক্সপিয়রের নাটকে কোনো কাহিনীর অংশমাত্র নাট্যবিষয়রূপে গৃহীত হয় না। সম্পূর্ণ নাট্যকাহিনীই প্রথম থেকে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়। কাহিনীর মধ্যে বিরোধের বীজ বপন প্রথম থেকেই করা হয় এবং নাটকের প্রায় মধ্য অংশে তাকে তীব্রতম পর্যায়ে (climax) নিয়ে গিয়ে অবশেষে নাটকের কাহিনী পরিণামের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। পূর্বতন ধারা থেকে এখানেই শেক্সপিয়রের স্বকীয়তা।

তৃতীয়ত, চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্বই শেক্সপিয়রের নাট্যপ্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মানব-মনের বৈচিত্র্যময় গভীর রহস্যকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই ছিল তাঁর নাট্য রচনার কৃতিত্ব। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলির সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর গভীর সহমর্মিতা। কাউকেই তিনি তুচ্ছ বা হেয় বলে দূরে সরিয়ে রাখতেন না, কাউকেই তিনি ঘৃণা করতেন না। ফলে সমস্ত শ্রেণির মানুষ সম্পর্কেই একটা ব্যাপক অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। আর এই অভিজ্ঞতাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে, তাঁর ঘটনাগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলতো। নাটকে অবলম্বিত ঘটনাগুলিকে তাঁর চরিত্রগুলির ক্রম পরিণতি দেখাবার জন্যই তিনি গ্রহণ করতেন।

চতুর্থত, ভাষা প্রয়োগে শেক্সপিয়রের অনন্যসাধারণ কুশলতা দেখা যায়। নাটকে তাঁর ব্যবহৃত সংলাপের ভাষা গদ্য ও পদ্য। শেক্সপিয়রের ভাষা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, এ ভাষায় রয়েছে 'spirit of aggression' এবং 'disturbing to his own generation'। শেক্সপিয়রের ভাষার এই aggression-ই পাঠক ও দর্শককে তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যায় এবং ভয়ানকভাবে পাঠকমনকে disturb করে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নৌকার মতো আমাদের মনকে উথাল-পাতাল করে দেয়, দুমড়ে মুচড়ে দেয় বুকের মধ্যেকার সবটা। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত গদ্য ও পদ্য উভয় সম্পর্কেই এ কথাটা সত্য। তিনি তাঁর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির মুখে নাটকের এক একটি চরম মুহূর্তে যে অপূর্ব চিন্তা সমৃদ্ধ ও আবেগময় উক্তি দিয়েছেন তা দর্শক ও পাঠককে সম্মোহিত করে। তাঁর ব্যবহৃত গদ্য পদ্য, এর গ্রাম্যতা, শহুরেপনা, এই শালীনতা অশ্লীলতা, বেদনার আনন্দের ভাষা, ঠাট্টা ইয়ারকি পাগলামির ভাষা, দুরন্ত প্রেমের ভাষা, প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস বা বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার মর্মকথা—সব রয়েছে এই নাটক কয়টিতে। শেক্সপিয়রের নাটকের গদ্য প্রবন্ধ বা উপন্যাসের গদ্য নয়। তা হল নাটকীয় গদ্য। গদ্য সংলাপের মধ্য দিয়ে একদিকে পরিবেশ এবং বক্তার চরিত্র উভয়ই ফুটে ওঠে।

আবার এই গদ্যও দুরকমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—কমেডিতে একরকম, ট্র্যাজেডিতে অন্যরকম। শেক্সপিয়র ব্যবহৃত পদ্যে রয়েছে অমিলাপদ্য ও ব্ল্যাঙ্ক ভার্স। তাঁর এই পদ্যময় ভাষাও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই পদ্যও নাটকীয় পদ্য। তাঁর বিখ্যাত স্বগতোক্তিগুলির মধ্য দিয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নাট্যকার অমূল্য সব কবিতা উপহার দিয়েছেন। এখানে নাট্যকার শেক্সপিয়র কবি ও দার্শনিক শেক্সপিয়রের সঙ্গে একাসনে বসেছেন।

পঞ্চমত, নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য সম্পাদনেও শেক্সপিয়রের প্রতিষ্ঠা স্মরণীয়। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ভিন্নমুখী বিষয়সমূহ গ্রহণ করেও পরিবেশনে সমান পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। জাতীয় ইতিহাস, ট্র্যাজেডি, কমেডি, রোমান্টিক কাহিনী, রূপকথার গল্প—যে বিভাগই তিনি স্পর্শ করুন তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সেই মৃন্ময় বিষয়ও হয়ে উঠেছে চিন্ময়। শুধু ভিন্ন ভিন্নমুখী নাটক রচনাতেই নয়, একই নাটকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সমাবেশও ঘটিয়েছেন। তাঁর কোনো দুইটি চরিত্রই একরকম হয়ে ওঠেনি এবং সেইদিক দিয়ে 'পুনরুক্তিবদাভাস' তাঁর নাটকে নেই। এই কথাটাও কম কথা নয়।

ষষ্ঠত, নাটকের আঙ্গিক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রতিভার ফলে নাটকগুলি কোথাও গতানুগতিক বা একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি। গ্রিক নাট্যকারদের নাট্যরচনায় স্বাধীনতা বিশেষ ছিল না। বাঁধাধরা নিয়মের মধ্য দিয়েই তাঁদের নাটক রচনা করতে হত। কিন্তু শেক্সপিয়র বাঁধাধরা কোনো কৃত্রিম নিয়মের বন্ধন মেনে, তাঁর রচনাকে নীরস ও প্রাণহীন করেননি। আঙ্গিকের প্রয়োজনে নাটক নয় নাটকের প্রয়োজনেই আঙ্গিককে তিনি ব্যবহার করেছেন। নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের চরম পরিণতি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে তিনি স্বাধীনভাবে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

নাটকের ক্ষেত্রে শেক্সপিয়রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু তাঁকেই বিশিষ্ট করেনি, পরবর্তীকালের নাট্যকারদের কাছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দিক্‌দর্শকেরও কাজ করেছে এবং নাট্যজগতে ক্লাসিক্যাল ধারার পাশাপাশি নতুন ধারারও প্রবর্তন করেছে। ধীরে ধীরে রেনেসাঁস যুগে শেক্সপিয়র অনুশীলিত এই ধারাই পরবর্তীকালে ইংরেজি তথা বিশ্বের নাট্যরচনার ইতিহাসে প্রধান ধারা হয়ে দেখা দিয়েছে।

2.শেক্সপিয়রের নাট্য প্রতিভার পরিচয় দাও | শেক্সপিয়রের নাট্যরচনার শ্রেণিবিভাগ করো

পঞ্চদশ শতকের পূর্বে যাজকগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে একশ্রেণির নাটক অভিনয় করতেন। তার কিছুটা হত বাইবেলের কাহিনী নিয়ে, তাকে বলা হত 'মিষ্টি প্লে' (Mystery Play), কতকগুলি

সাধুসন্তদের অলৌকিক কীর্তিকলাপ নিয়ে, এগুলিকে বলা হত 'মিরাকল প্লে' (Miracle Play), আর নৈতিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত নাটকগুলির নাম ছিল 'মরালিটি প্লে' (Morality Play)। এই 'মরালিটি প্লে' বা নীতি-নাটকেরই অনুষঙ্গরূপে নাটকের মধ্যবর্তী অংশে বা অবকাশ পুরকরূপে অভিনীত এবং অনেকাংশে প্রহসন জাতীয় ছোট্ট নাটিকাকে বলা হত ইন্টারল্যুড (Interlude)। হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এই নাটিকা রচিত হত।

পঞ্চদশ শতকে বিদ্যানুশীলনের (revival of learning) যুগে (১৪০০-১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) এসে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের প্রেরণায় ক্লাসিক্যাল নাটক রচনার চেষ্টা শুরু হয়। তবে এঁরা অনুসরণ করেছিলেন গ্রিক নাটক নয়, এঁদের আদর্শ ছিল ল্যাটিন নাটক। ল্যাটিন নাটকের বিধিবিধান নির্দেশ করে গেছেন রোমান মনীষী সেনেকা (Seneca)। এঁরা তাঁরই নির্দেশ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। উড্ল, স্যাক্ভিল প্রমুখ এই নাট্যকারগণ সকলেই ছিলেন পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই এঁদের গোষ্ঠী-পরিচয় ছিল 'ইউনিভারসিটি উইটস' (University Wits) হিসেবে।

এরই পাশাপাশি আর একদল নাট্যকার নাটকে ক্লাসিক নাটকের বিধিবিধান অর্থাৎ স্থান, কাল, ঘটনা ঐক্য নিয়ে ত্রি-ঐক্যসূত্র মেনে চলেননি। জীবনের ও ঘটনার স্বাভাবিক বিকাশ দেখাতে হলে কাহিনী ও চরিত্রকে যে ভাবে উপস্থাপিত করা দরকার তাই তাঁরা করেছেন। এঁরা হলেন লিলি, কিড্, মার্লো প্রভৃতি। শেক্সপিয়রও অল্পাধিক এঁদের দ্বারা প্রভাবিত। এলিজাবেথের যুগের (১৫৫০-১৬২০ খ্রিঃ) প্রথমদিকের নাট্যকার হিসেবে এঁদের চিহ্নিত করা যায়।

এলিজাবেথের যুগকে (১৫৫০-১৬২০ খ্রিঃ) বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। এই যুগের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র—কাব্যে স্পেন্সার (Spencer) এবং নাটকে শেক্সপিয়র। নাটক ছাড়াও শেক্সপিয়র যে-সব কাব্য-কবিতা লিখেছিলেন তাঁর মধ্যে আছে দু'খানি আখ্যান কাব্য—'ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস' (Venus and Adonis) এবং 'দ্য রেপ অব্ লুক্রিস' (The Rape of Lucrece)। আর রয়েছে ১৪৪টি চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট। এর মধ্যে কতকগুলি সনেট তাঁর কোনো বন্ধুর উদ্দেশ্যে, আর কতকগুলি প্রেম কবিতা, কোনো নারীর উদ্দেশ্যে রচিত।

কাল বিচারে শেক্সপিয়রের নাটকগুলিকে সমালোচকেরা চারটি পর্বে ভাগ করেন। প্রথম পর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। সময়কাল ১৫৯১ থেকে ১৫৯৬ খ্রিঃ। এই সময়ে রচিত নাটকের সংখ্যা চৌদ্দ। উচ্ছ্বাস ও কল্পনার উদ্দামতা, ভাষার আড়ম্বর, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ এই পর্বের বৈশিষ্ট্য। তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক নাটক দিয়ে। এর সঙ্গে রয়েছে রোমান্সধর্মী নাটক।

এই নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ্য নাটকগুলি হচ্ছে— ‘হেনরি দ্য সিক্সথ’ (Henry VI-Part 1 to 111), 'রিচার্ড দ্য থার্ড' (Richard III), 'রিচার্ড দ্য টু’ (Richard II), ‘কিং জন’ (King John), 'লাভস্ লেবারস্ লষ্ট' (Love's Labour's Lost), 'দ্য কমেডি অব এরর্স' (The Comedy of Errors), 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' (Romeo and Juliet), 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস' (The Mer chant of Venice), 'মিৎসামার নাইটস্ ড্রিম' (A Midsummer Night's Dream), 'দ্য টেমিং অব দ্য শু’ (The Taming of the Shrew) প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পর্ব (১৫৯৭-১৬০০ খ্রিঃ) হচ্ছে শেক্সপিয়রের রচনাশক্তির বিকাশ পর্ব। এই পর্বে রচিত নাটকের সংখ্যা আট। এই সময়ের উল্লেখ্য নাটকের মধ্যে দুই খণ্ডে রচিত ‘হেনরী দ্য ফোর্থ" (Henry IV Part I & Part 11), 'হেনরী দ্য ফিথ' (Henry V). 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' (As You Like It), 'জুলিয়াস সীজার' (Julius Cesar) ইত্যাদি উল্লেখ্য।

তৃতীয় পর্ব (১৬০০-১৬০৮ খ্রিঃ) হচ্ছে শেক্সপিয়রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ পর্ব। তবে এই সময়ে লেখা তাঁর সব নাটকেই বেজেছে দুঃখের সুর, মানসিকতার দিক থেকে একটা হতাশা ও বিষাদময়তা যেন নাট্যকারের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। শেক্সপিয়রের তথা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলি এই পর্বেই লিখিত। এই পর্বে রচিত নাটকের সংখ্যা দশ। এই সময়ের নাটকগুলির মধ্যে 'হ্যামলেট' (Hamlet, Prince of Denmark), 'ওথেলো' (Othello), 'কিং লিয়ার' (King Lear), 'ম্যাকবেথ' (Macbeth) এবং টুয়েলথ নাইট' (Twelfth Night or What You Will), 'টিমন অব এথেন্স' (Timon of Athens), 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' (Antony and Cleopatra) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ বা অন্তপর্বেও (১৬০৮-১৬১১ খ্রিঃ) শেক্সপিয়রের পরিণত প্রতিভার নিদর্শন পরিস্ফুট। দুঃখের তীব্রতা এই পর্বে প্রশমিত এবং শিল্পী-হৃদয়ের প্রশান্তিও এই অংশে লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের নাটকে রীতি ও আঙ্গিকেও এসেছে পরিবর্তন। এই সময়ের নাটকগুলিকে প্রধানত রোমান্স বলা যায়। তাঁর ট্র্যাজেডির দৃঢ়পিনদ্ধ শিল্পরূপ এই পর্বের কাব্যে অনুপস্থিত। তবে ড. টিলিয়ার্ড প্রমুখ সমালোচকের মতে শেক্সপিয়রের শেষ নাটকসমূহ প্রাণস্পন্দনে, ছন্দোবন্ধে, উপমারুপকের অভিনবত্বে ও কাব্যিক উৎকর্ষে অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এই পর্বে রচিত নাটকের সংখ্যা পাঁচ। এই নাটকগুলির মধ্যে 'দ্য উইন্টার্স টেল' (The Winter's Tale), দ্য টেম্পেষ্ট' (The Tempest), 'কিং হেনরী দ্য এইটুথ' (King Henry VIII) উল্লেখ্য।

তাঁর রচিত শেষ পর্যায়ের নাটক হচ্ছে 'টেম্পেষ্ট'। এই নাটকের নায়ক প্রসপেরো যেমন নাটকের অস্তিমে তাঁর জাদু (magic) জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সবাইকে ক্ষমা করে ও ক্ষমা চেয়ে তাঁর পূর্বের জমিদারী (dukedom) মিলানে ফিরে গেলেন, তেমনি নাটক রচনা ও নাটক জগৎটাকে বিদায় জানিয়ে শেক্সপিয়রও ফিরে গেলেন তাঁর নিজের জন্মস্থান, তাঁর দেশের বাড়ী স্ট্র্যাটফোর্ডে। দেশে ফিরে জীবনের পরবর্তী দিনগুলিতে তিনি আর কোনো নাটক লেখেননি।

উপরোক্ত কালবিভাগ বা পর্ববিভাগ ছাড়াও কোনো কোনো সমালোচক শেক্সপিয়রের নাটকগুলিকে ঐতিহাসিক নাটক, রোমান নাটক বা রোমান প্লে, ক্লাসিক্যাল নাটক, রোমান্টিক নাটক, প্রব্লেম বা সমস্যামূলক নাটক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করেছেন।

বিষয়বস্তু বা ভাববস্তুর দিক থেকে আবার কেউ কেউ তাঁর সমগ্র নাটককে তিন ভাগে ভাগ করেছেন— ঐতিহাসিক, ট্র্যাজেডি ও কমেডি।

রসপরিণতি বা ভাবপরিগতির দিক দিয়ে দুটি মোটা দাগেও শেক্সপিয়রের নাটকসমূহকে বিভক্ত করা যায়— ট্র্যাজেডি ও কমেডি। এবং শেক্সপিয়রের নাটকের পরিণতি বা ফলশ্রুতির দিকে তাকিয়ে তাঁর সমস্ত নাট্যসৃষ্টিকেই হয় ট্র্যাজেডি নয় কমেডি নামে আখ্যাত করতে পারা যায়।

3.শেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলির সম্পর্কে আলোচনা করো | শেক্সপিয়ার-রচিত তিনটি ট্র্যাজেডি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

প্রথম যুগের ঐতিহাসিক নাটক ও রোমান প্লে'গুলি দিয়ে শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি নাটক লেখার হাতেখড়ি হলেও এবং জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত মাঝে মাঝে শেক্সপিয়র ট্র্যাজিক নাটক রচনা করলেও 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপাট্রা' ও 'জুলিয়াস সীজার'-এর কথা মনে রেখেও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাটকরূপে চারটি নাটককে সমালোচকগণ চিহ্নিত করে থাকেন। এই নাটকগুলি তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্বে রচিত। নাটক চারটি হচ্ছে 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'কিং লিয়ার' ও 'ম্যাকবেথ'।

হ্যামলেট : 'হ্যামলেট' নাটকটি সমালোচকদের মতে শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি নাটকগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রথম অভিনীত হয় ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে এবং তার দু'এক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। নাটকের পরিণতিও খুবই দুঃখবহ। হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেট আদর্শবাদী, দার্শনিক, সংবেদনশীল। হ্যামলেটের চরিত্রের কোনো দুষ্প্রবৃত্তি নয়, তাঁর মধ্যেকার পিতৃভক্তি ও বিচারবোধই তাঁকে মৃত্যুর দিকে

টেনে নিয়ে গেছে। তাঁর মধ্যেকার কামনা-বাসনা ও আত্মার দ্বন্দ্বে দীর্ণ চরিত্রটি শেষ জের মধ্যেই সংগ্রাম করে গেছে। বাইরের সংঘাতের চেয়ে অন্তরের এই সংঘাত, মনস্তাত্ত্বিক এই কাটাছেঁড়াই চরিত্রটিকে অবক্ষয়ের প্রান্তসীমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এইখানেই রহস্যঘেরা চরিত্র হ্যামলেট মানুষ হিসেবে সবার সার্বিক সহানুভূতি লাভে হয়ে উঠেছে স্মরণীয়। আর এইখানেই শেক্সপিয়রের নাট্য-প্রতিভার মৌলিকত্ব।

হ্যামলেটের পিতা, ডেনমার্কের রাজা তাঁর ভাই ক্লডিয়াস কর্তৃক নিহত হন। ক্লডিয়াস নিহত রাজা তথা ভাইয়ের পত্নী গারট্রুডকে বিবাহ করেন এবং ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটকে বঞ্চিত করে রাজ্যভোগ করতে থাকেন। এক শীতার্ত রাত্রে রাজপ্রাসাদে পিতার আত্মার সঙ্গে হ্যামলেটের সাক্ষাৎ ঘটে। বিদেহী আত্মা পুত্র হ্যামলেটকে তাঁর মৃত্যুর বিবরণ দেন এবং হ্যামলেটকে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বলেন। হ্যামলেট প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু হ্যামলেটের মানসিক বিষাদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দোদুল্যমানতা, দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা (to be or not to be) এবং অত্যধিক চিন্তাপ্রবণতা "এই প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে, হ্যামলেটের ঔদাসীন্যে ও হ্যামলেটকে না-পাবার দুঃখে হ্যামলেট প্রিয়া ওফেলিয়াও মৃত্যুবরণ করেন। ক্লডিয়াসের ষড়যন্ত্রে ওফেলিয়ার ভাই লেয়ার্টেস-এর হাতে হ্যামলেটের মৃত্যু ঘটে। হ্যামলেট মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও ক্লডিয়াস ও লেয়ার্টেসকে চরম আঘাত হানেন। হ্যামলেটের জন্য প্রস্তুত বিষাক্ত পানীয় পান করে হ্যামলেটজননী গারট্রুডও প্রাণত্যাগ করেন।
অজস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের গভীর বিষাদময় পরিসমাপ্তি ঘটে। নাটকটি মনস্তত্ত্বপ্রধান। হ্যামলেটের বাইরের সংঘাত রাজা ক্লডিয়াস, পলনিয়স প্রভৃতির সঙ্গে; কিন্তু তাঁর মন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতিহিংসা ও নীতিবোধের দ্বন্দ্বে। হ্যামলেটের বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব — তাঁর সত্তার বিক্ষুব্ধ দহন জ্বালা এবং কর্তব্য ও চেতনার দ্বন্দ্ব ট্র্যাজেডিকে গভীর করেছে। পিতৃহত্যাকারী কাকা রাজা ক্লডিয়াসকে হ্যামলেট কেন সত্ত্বর হত্যা করেননি, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নন। কারও মতে (১) দুর্বলচিত্ততার জন্যই হ্যামলেট সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ ; (২) বহির্ঘটনাগত দুষ্করতার জন্য কর্তব্যহীনতা; আবার কারও মতে শেক্সপিয়র নিজেও বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট নন। আবার কেহ বলেন (৩) বিলম্বের মূল রয়েছে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির মধ্যেই, হ্যামলেট এই পরিস্থিতির দ্বারাই প্রভাবিত। বাস্তব জীবনের এক মূল্যায়ন রূপে নাটকটি স্মরণীয়।

ওথেলো: 'ওথেলো' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটি পারিবারিক ট্র্যাজেডি (domes tic tragedy) নাটক। নায়ক-প্রধান। অর্থাৎ ওথেলোকে কেন্দ্র করেই সবকিছু, তাঁর প্রতিই সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। ওথেলো ভিন্ন অপর যে দুটি চরিত্র সর্বকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছে তার একজন হচ্ছেন ওথেলো-প্রিয়া ডেডিমোনা—sweetest innocence, অপাপবিদ্ধা, ভোরের ফোটা ফুল। অন্যজন

ভিলেন চরিত্র ইয়াগো (lago)। এই ইয়াগো চরিত্রটি নাটককে গতি দান করেছে। ওথেলো-ডেসডিমোনার বিচ্ছেদ ঘটাতে তাঁর কার্যধারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না উদ্দেশ্যহীন (motiveless) এবং চরিত্রটিকে ভিলেন বলা যায় কিনা এ নিয়ে সমালোচক মহলে বিচারবিতণ্ডার ইতি আজও শেষ হয়নি। কাহিনীর মধ্যে অতিনাটকীয়তা আছে, তবে শেক্সপিয়রের প্রতিভার স্পর্শে সেই অতিনাটকীয়তা ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভেনিসের কৃষ্ণাঙ্গ বীর সেনাপতি ওথেলো ভেনিসের সিনেটরের কন্যা শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী ডেডিমোনাকে বিয়ে করেন। এ ছিল ভালবাসার বিয়ে। এ বিয়েতে ডেডিমোনার পিতা, ভেনিসের সিনেটরের মত ছিল না। যাহোক, বিবাহের পরপরই সামরিক প্রয়োজনে, তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ডেসডিমোনাসহ ওথেলো সাইপ্রাসে যান। এই যাত্রায় ওথেলোর সঙ্গী হন সামরিক সহচর ইয়াগো। শ্বেতাঙ্গ ইয়াগো কৃষ্ণাঙ্গ সেনাপতির খ্যাতি ও সৌভাগ্যে পূর্ব থেকেই ঈর্ষাতুর ছিলেন। কৌশলে ধীরে ধীরে ওথেলো ও ডেসডিমোনার মধ্যে ইয়াগো সন্দেহের বীজ বপন করেন। ইয়াগোর ষড়যন্ত্রে সন্দেহবশে অবিশ্বাসিনী ধারণায় ওথেলো ডেডিমোনাকে বধ করেন। মৃত্যুকালেও সতী ডেডিমোনা স্বামীর নিন্দা করেননি, শুধু স্বামীর প্রতি নিষ্কলঙ্ক প্রেম জানিয়ে ডেডিমোনা চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। ভোরের প্রস্ফুটিত ফুল, the sweetest innocence' ডেডিমোনাকে হত্যার পর পরই সহচরী প্রভৃতির কথায় ওথেলোর সম্বিত ফিরে আসে। বুঝতে পারেন ডেডিমোনার প্রতি তাঁর সন্দেহ অমূলক এবং নিছক ষড়যন্ত্রমূলক। বুঝতে পারেন এই ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে ইয়াগো। ইয়াগোকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু পারেন না। শয়তানকে কোনো কালেই নিশ্চিহ্ন করা যায় না। অপ্রকৃতিস্থ ওথেলো ইয়াগোকে আহত করলেও হত্যা করতে পারেন না। ইয়াগোর উক্তি I bleed, Sir, but not killed' শেক্সপিয়রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'বাক্-বিন্যাস'। ওথেলোর মন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রেম ও সন্দেহের দ্বন্দ্বে। আর এরই ফলে ওথেলোর সংঘাত ইয়াগো, ক্যাসিও, ডেডিমোনার সঙ্গে, কিন্তু তাঁর অন্তরের সংগ্রাম তাঁর নিজেরই সঙ্গে। এই বাইরের (outer) এবং অন্তরের (inner) দ্বন্দ্ব (con flict)— তথা এই inner conflict বা অন্তর্দ্বন্দ্বেই বিধ্বস্ত ওথেলো নিজের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন। আপন হাতে মৃত্যুকে বরণ করে জীবনহীন প্রিয়তমার মরদেহের পাশে চিরশয্যা গ্রহণ করলেন। ওথেলো চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। আর এইখানেই শেক্সপিয়রীয় নাটকের অন্যতম স্বরূপ নিহিত।

কিং লিয়ার : 'কিং লিয়ার' নাটকটি অভিনীত হয় ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে। হলিনসেড তথ্যপঞ্জী (Chronicles) থেকে একটি কাহিনী অবলম্বনে প্রায় এক বছর আগে King Lear নামে একটা নাটক অভিনীত হয়। শেক্সপিয়রের 'কিং লিয়ার' হয়তো সেই ভস্ম থেকে জেগে ওঠা জ্বলদচিতনু। লিয়ারের ট্র্যাজেডির মূল উৎস রয়েছে লিয়ারের আশাভঙ্গের মধ্যে। তবুও তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু

ছোটো মেয়ে কর্ডেলিয়ার মৃত্যু তাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিল। চরম একাকীত্বের যন্ত্রণাই তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত করে। তাই কোনো সমালোচকের মতে এই নাটকের ট্র্যাজেডি হচ্ছে আশাভঙ্গ ও একাকীত্বের ট্র্যাজেডি (tragedy of isolation)।

ব্রিটেনের রাজা লিয়ার বৃদ্ধ হয়েছেন। লিয়ার ঠিক করলেন, তাঁর রাজ্য তিনি তাঁর তিন কন্যার নামে ভাগ করে দেবেন। কন্যাদের মধ্যে প্রথমা গনেরিলের বিবাহ হয়েছিল আলবেনির ডিউকের সঙ্গে, দ্বিতীয়া রেগান কর্নওয়ালের ডিউকের গৃহবধূ। তৃতীয়া এবং সর্বকনিষ্ঠা কর্ডেলিয়া তখনও অবিবাহিতা। ফ্রান্সের এক ডিউক এবং ফ্রান্সের রাজা এই উভয়ের মধ্যে কে মনোনয়ন পাবেন, সে সম্পর্কে রাজা লিয়ার তখনও মনস্থির করতে পারেননি। বৃদ্ধ লিয়ার ভাবলেন, এই তিন মেয়েকে তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন। তিন কন্যার মধ্যে যিনি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাঁকেই দেবেন সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ। তাঁর মনে হল গনেরিল ও রেগান উভয়েই তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, এমন কি সবকিছুর বিনিময়েও। কর্ডেলিয়ার উত্তর তাঁর মনঃপূত হয়নি। কর্ডেলিয়া বলেছিলেন, কন্যা হিসেবে পিতাকে যতখানি ভালোবাসা যায়, তিনি পিতা লিয়ারকে ততখানি ভালবাসেন। কর্ডেলিয়া মিথ্যা স্তাবকতা জানতেন না, তাই পিতাকে ভালোবাসার কথাও তিনি স্তাবকতা করে বলতে পারেননি। এরই ফলে লিয়ারের ভুল ধারণা হল যে কর্ডেলিয়া তাঁকে ভালোবাসেন না। ফলে লিয়ার তাঁর সাম্রাজ্য দুই মেয়ের মধ্যেই ভাগ করে দিলেন এবং সর্বতোভাবেই হয়ে পড়লেন সন্তানদের মুখাপেক্ষী। এদিকে পিতা কর্তৃক অবহেলিতা, সম্পত্তিবঞ্চিতা কর্ডেলিয়াকে বিয়ে করলেন ফ্রান্সের রাজা। কিছুদিন পরে কন্যা গনেরিল, তারপর কন্যা রেগানের দ্বারা লিয়ার অপমানিত ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। লিয়ারের এই অসময়ে একমাত্র কর্ডেলিয়া সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। দুই কন্যার কৃতঘ্নতায় ও আপন ভুল সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা ও অনুতপ্ত লিয়ার হয়ে ওঠেন উন্মত্তপ্রায়। ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগের মধ্যে শিলাস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে লিয়ার নিজের নির্বুদ্ধিতা ও সংসারের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন—

Blow winds and crack your cheeks ! rage ! blow !
You cataracts and hurricanes spout....
Singe my white head !....
Rumble the bellyful! Spit, fire! spout rain!
Nor rain, wind, thunder, fire are my daughters!
I tax not you, you elements, with unkindness

এ চিত্র নাটকে অক্ষয় হয়ে আছে।

সৎ, সহৃদয় পিতৃভক্ত কর্ডেলিয়া একদল সৈন্যসহ ফ্রান্স থেকে আসেন পিতাকে সাহায্য করতে। উন্মাদ রাজা তাঁকে চিনতে পারেন না। যুদ্ধে কর্ডেলিয়া পরাস্ত হন। দু' মেয়ের হাতে লিয়ার ও কর্ডেলিয়া বন্দী হন। এই অবস্থায় লিয়ার চিনতে পারেন কর্ডেলিয়াকে। কারাবাসে অন্তত ছোটো কন্যার সান্নিধ্য পাবেন এই প্রত্যাশা লিয়ারের মনে জেগেছিল। কিন্তু তাও সইল না। কর্ডেলিয়াকে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃতদেহ কোলে নিয়ে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েন লিয়ার। নিদারুণ হতাশা ও শোকে লিয়ারের মৃত্যু ঘটে।

নাটকের শেষে গনেরিল রেগানকে বিষ দিয়ে মারে। নিজেও আত্মহত্যা করে উন্নতমনা স্বামী Duke of Albany-র ভয়ে।

মৃত্যুকালে রাজা লিয়ারের অন্তর্ভেদী আর্তনাদ, তাঁর একাকীত্বের যন্ত্রণা নাটকটিতে ট্র্যাজেডির মাত্রা সংযুক্ত করেছে। নাটকে দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব অতি স্পষ্ট। লিয়ারের অসহ্য বেদনাময়তা—রাজশক্তি, দপ্ত অথচ স্নেহ প্রেম-করুণার আশ্চর্য মাধুর্য তাঁর মনে এনেছে তীব্র সংঘাত। এই প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বেদনার পরিসমাপ্তি তাঁর উন্মত্ততায়, কর্ডেলিয়ার মৃত্যুতে ও শেষ পর্যন্ত লিয়ারের জীবনাবসানে। লিয়ারের মনের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই (inner conflict) 'কিং লিয়ার' নাটকের ট্র্যাজেডির অন্যতম স্বরূপ।

ম্যাকবেথ : ম্যাকবেথ অভিনীত হয়েছিল রচনার বেশ কিছুদিন পরে, ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে। কাহিনীর সূত্র হলিনসেড। লিপ্সা, মৃত্যু, যুদ্ধ, ডাকিনীবিদ্যা, রক্তের গন্ধ সব মিলিয়ে ট্র্যাজেডির মেঘ এই নাটকে শুধু ঘন হয়েই ওঠেনি, নাটকটিকে করেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। নাটকটির শুরুতে নাট্যকারের বর্ণনা, বজ্রবিদ্যুতের ঘনঘটা, ডাইনীদের একসঙ্গে গান 'Fair is foul and foul is fair.' এই দুটি দৃশ্যের পরেই স্কটল্যান্ডের রাজার প্রেরিত সুসংবাদ ম্যাকবেথের পদোন্নতির কথা শুনে ম্যাকবেথের উক্তি, 'so foul and fair a day I have not seen" (I. iii) এই নাটকটিকে কোন্ পরিণতির পথে নিয়ে যাবে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রিক নাটকের মতো এখানেও ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং নাটকে ম্যাকবেথের জীবনে তা পুরোপুরি ফলে গেছে। নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির চড়া সুরে বাঁধা।

স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকান। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হলে সেই বিদ্রোহ দমনে রাজা ডানকান ম্যাকবেথকে পাঠান। সহযোগী ব্যাঙ্কো। বিদ্রোহ দমিত হয়। তুষ্ট রাজা ডানকান ম্যাকবেথকে উচ্চতর সম্মান ‘থেন অব কডোর' (The Thane of Cawdor) পদে অভিষিক্ত করেন এবং ম্যাকবেথের অতিথি হয়ে তাঁর গৃহে রাত্রিবাসের দুর্লভ সম্মান দেন। কিন্তু অতিরিক্ত লোভ, রাজ্যের অধিপতি হবার

লোভ এবং স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের প্ররোচনায় ষড়যন্ত্র করে তাঁর নাদে সমাগত প্রভু রাজা এবং সহৃদয় ডানকানকে ম্যাকবেথ নিশীথ রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন, এবং স্কটল্যান্ডের রাজা হয়ে বসেন। হত্যা করা হয় রাজা ডানকানের সেনাপতি ও তাঁর সহযোগী ব্যাঙ্কোকে। রাজা হলেও এই হত্যা বিবেক-তাড়িত ম্যাকবেথের মনে নিয়ে আসে অশান্তি। পাপবোধ ও বিবেকবোধ উভয়ের টানাপোড়েনে লেডি ম্যাকবেথও হয়ে ওঠেন উন্মাদিনী। তিনি নিদ্রাজাগর অবস্থায় প্রাসাদে ঘুরে বেড়ান, নিজের হাত দেখতে দেখতে ঘ্রাণ নেন আর বিড়বিড় করে বলেন Here's the smell of blood still all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. লেডী ম্যাকবেথ মারা যান। শেষ পর্যন্ত এই পাপলব্ধ রাজ্য ম্যাকবেথ ভোগ করতে পারেননি। ইংল্যান্ডে আশ্রিত ডানকানের পুত্র ম্যালকম ইংল্যান্ডের সহায়তায় সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে আসেন। সহযোগী হন স্কটল্যান্ডের বীর ম্যাকডাফ। এই ম্যাকডাফের স্ত্রী-পুত্রকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন ম্যাকবেথ। ম্যাকডাফের সঙ্গে অসি যুদ্ধে ম্যাকবেথের পরাজয় ঘটে, 'পাপের বেতন মৃত্যু' লাভ হয়। নাটকে নৈতিক মূল্যবোধই জয়ী হয়েছে। ম্যাকবেথ নাটকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা যায়। ম্যাকবেথের ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য দায়ী তাঁর প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এর সঙ্গে আছে নিয়তির নির্দেশ। নাটকের আগমন, ম্যাকবেথের ছুরিকা দর্শন প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ পায় পরিস্থিতির প্রতিকূলতা। চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ম্যাকবেথের হৃদয়ের তীব্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, বিবেকের তাড়না, কল্পনাপ্রবণতা, সংগ্রামী মানসিকতা তাঁকে মহৎ ও অসাধারণ করে তোলে। লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র চিত্রণেও, একদিকে তাঁর চরিত্রের নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা এবং অন্যদিকে তাঁর অন্তরের বিষণ্ণ ট্র্যাজিক অনুভব চরিত্রটিকে অন্যমাত্রায় উদ্ভাসিত করে তোলে। তাঁর চরিত্রের এই ট্র্যাজিক পরিণতিই যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ, অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার। তাঁর সঙ্কেতধর্মিতা, নাটকে কাহিনীর তীব্র গতি, কল্পনার মহিমা, ভাষার চমৎকারিত্ব এবং নিপুণ গ্রন্থনা 'ম্যাকবেথ' নাটকটিকে মহৎ সৃষ্টির মহিমায় ভূষিত করেছে। রক্তের ঋণ শোধ হয়েছে রকে।

ট্র্যাজেডি নাটক রচনায় শেক্সপিয়রের কৃতিত্ব:

ট্রাজেডি নাটক রচনায় শেক্সপিয়রের কৃতিত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে তৃতীয় পর্বে রচিত এই নাটকগুলিতে একটু দুঃখ ও বিষাদের সুর গভীর হয়ে বেজেছে বলে তাঁর নাট্যকার জীবনের এই পর্বটিকে বলা হয় Dark Period শেক্সপিয়রের নাটকগুলি সাধারণভাবে এবং এই নাটক কয়টি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে কতগুলি সাধারণীকৃত বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ঘটনাটি কী ধরনের ঘটবে বা ঘটতে পারে তার একটা আভাস 'প্রোলোগ' (Prologue)-এর বর্ণনার মধ্য দিয়েই হোক বা ঝড়ের তাণ্ডবলীলা বা চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যে দিয়েই হোক দর্শক বা পাঠকগণ প্রথমেই অনুমান করতে পারেন। 'জনতা'র দৃশ্য থাকে। সাধারণভাবে প্রেম একটি কেন্দ্রীভূত বিষয়, এর সঙ্গে হয়তো ক্ষমতালিপ্সা বা অন্ধ পিতৃস্নেহ বা ঈর্ষা নাটককে ট্র্যাজিক পরিণামের দিকে এগিয়ে

নিয়ে যায়। এ ছাড়া রয়েছে ষড়যন্ত্র, এলিজাবেথীয় যুগের এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ট্র্যাজেডির ঘন গম্ভীর রোমহর্ষক কাহিনীকে মাঝেমধ্যে রসালো করবার জন্য comic relief হিসেবে কিছু কিছু comic scene-ও থাকে। মনে হয় এরকম একটা সাধারণ ছক তৈরি করেই শেক্সপিয়র তাঁর ট্র্যাজেডি নাটক রচনা করেছিলেন। হ্যামলেটের নিস্পৃহতা, ওথেলোর ঈর্ষা, ডেডিমোনার প্রেম, কিং লিয়ারের অন্ধ পিতৃস্নেহ, ম্যাকবেথের উত্তুঙ্গ ক্ষমতালিপ্সা সবই যেন এক বিশেষ পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে গেছে। নাটকে ট্র্যাজেডির তীব্র বেদনার্ত সুর নিখাদে ঝংকৃত হয়েছে।

গ্রিক নাটকে ট্র্যাজেডির নায়ক উচ্চবংশজাত এবং সর্বগুণসম্পন্ন। এ সত্ত্বেও তার চরিত্রের একটা মারাত্মক দুর্বলতা বা ভ্রান্তির জন্য তার পতন ঘটে। নাটকে নিয়তিই এই পতনের জন্য অনিবার্যভাবে দায়ী। শেক্সপিয়রের নাটকে বহিরাগত ঘটনা নয়, চরিত্রই হল নিয়তি (character is destiny)। একটা বিষাদময়তা, একটা প্রচণ্ড হাহাকারের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে—বিরুদ্ধ শক্তির পরাজয় ঘটে, কল্যাণবোধ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। নাটকের এই অন্তিম পরিণতি বা পতন তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে সংঘটিত হয় নায়কের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, নিয়তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা নাটকে পরিণতির জাল বহন করে চলে। হ্যামলেটের চিত্তের দুর্বলতার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থতা এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিই চরিত্রটির ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে তুলেছে। ওথেলোর চরিত্রে প্রেমের আত্যন্তিকতা ও প্রেমিকা ডেডিমোনা সম্পর্কে সন্দেহ এবং ইয়াগোর ষড়যন্ত্র এবং নিয়তির রূপ ধরে একখানি সামান্য রুমাল 'ওথেলো' নাটকে চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে তুলল। চরম সর্বনাশের মুহূর্তে ওথেলো বলেছিল, 'Who can control fate.' রাজা লিয়ার প্রতিকূল পরিবেশ ও নিয়তির বিষাক্ত অভিশাপে মৃত্যুবরণ করেন। এমনকি কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডেলিয়ারও মৃত্যু হয় এডগারের বিলম্বিত উপস্থিতিতে। ম্যাকবেথের মনের উচ্চাশা ডাইনী ও লেডী ম্যাকবেথের প্রভাব, নিয়তির অমোঘ নির্দেশের ফলে ডানকানের আগমন, অপচ্ছায়া দর্শন প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ম্যাকবেথের ট্র্যাজেডি। এইভাবে চরিত্রগত ত্রুটি বা দুর্বলতা, নিয়তি ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার সাহায্যে শেক্সপিয়র মানব চরিত্রের অতি সাধারণীকৃত অথচ অতি দুর্নিরীক্ষ দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইভাবেই শেক্সপিয়র তাঁর ট্র্যাজেডি নাটকগুলির মধ্যে বহিরাগত প্রতিকূলতাকে নিয়ে বাইরের দ্বন্দ্ব (outer conflict) এবং চরিত্রগত দোলাচলচিত্ততার দ্বন্দ্ব (inner conflict) সহযোগে অন্তরে ও বাইরে থেকে চরিত্রগুলি দ্বন্দ্বমুখর ও নাটকীয় গভীরতা লাভ করেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, শেক্সপিয়রের ট্র্যাজিক পরিবেশ মানবকল্পনার একটা মহাজগতের সঙ্গেই তুলনীয়, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় জীবনধর্ম বা জীবনবেদের সমগ্রতাকে।

4.শেক্সপিয়রের কমেডি নাটকগুলির নাম উল্লেখ করে কমেডি নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

মানবজীবনের বহু বিচিত্র দিক নিয়ে লেখা শেক্সপিয়রের নাটকের সংখ্যা ৩৬, মতান্তরে ৩৭। এই নাটকগুলিকে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তবে অধিকাংশ সমালোচকই শেক্সপিয়রের নাটকগুলিতে তিন ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী—কমেডি, ট্র্যাজেডি ও ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক, রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হলেও এবং ট্র্যাজেডি নাটক রচনায় তাঁর প্রতিভা খ্যাতির উত্তুঙ্গ সীমা স্পর্শ করলেও তিনি ঐতিহাসিক ও ট্র্যাজেডি নাটক রচনার ফাঁকে ফাঁকেই মানবজীবনের খুশীর উচ্ছল মুহূর্তগুলিকে নিয়ে কমেডি নাটক রচনা করেছেন। শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি নাটকে সৃষ্ট comic relief-এর মতোই এই নাটকগুলি যেন তাঁর নাট্যজীবনেরও comic relief। শেক্সপিয়রের লিখিত কমেডি নাটকের সংখ্যা ১৪।

শেক্সপিয়রের প্রথম পর্বে লিখিত কমেডি নাটকগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় 'দ্য কমেডি অব এরস' (The Comedy of Errors)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই নাটকের একটি ভাবানুবাদ করেন, নাম 'ভ্রান্তিবিলাস' প্লুটাসের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। প্রথম অভিনয়কাল ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ। চরিত্র চিত্রণ দুর্বল কিন্তু মজাদার প্লট এবং ঘটনার দ্রুতগতি নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নাটকটি কৌতুকময় ফার্স জাতীয়। কাহিনী হচ্ছে, যমজ ভাই, দু'ভায়েরই নাম অ্যান্টিফোলাস। দুজনেই দেখতে একরকম, তাদের ভৃত্যও যমজ, তাদেরও দু'জনের নাম ড্রোমিও। যমজেরা দেখতেও একরকম, জাহাজডুবির ফলে তারা বিচ্ছিন্ন। তাদের নিয়ে মজার মজার ভুল হতে থাকে। পরিশেষে এই ভুল ভাঙে, শেষে মিলন হয়।

এরপর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কমেডি হচ্ছে 'লাভস লেবারস লস্ট' (Love's Labour's Lost)। রচনাকাল ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ, অভিজাত সমাজের লর্ডস্ ও লেডীদের নিয়ে মজাদার লঘু-চপল কাহিনী। নাটকটি বিদ্রুপাত্মক (Satire) জাতীয় রচনা। তবে নাটকের প্লট এখানে অনেক স্পষ্ট এবং লিরিক কবিতার আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে। কাহিনী হচ্ছে, স্পেনের অন্তর্গত নাভারার রাজা ও তাঁর তিন সভাসদ্ প্রতিজ্ঞা করলেন, তিন বছর তাঁরা জ্ঞানচর্চা করবেন এবং কোনো নারীর মুখ দেখবেন না। রাজসভাতেও নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজকার্যে দূত হিসেবে এলেন ফরাসী রাজকন্যা। বাধ্য হয়ে রাজসভায় তাঁকে স্বাগত জানাতে হল। রাজা রাজকন্যার প্রেমে পড়লেন। সভাসদেরা পড়লেন রাজকন্যার সহচরীদের প্রেমে। অবশ্য ফরাসী রাজার মৃত্যুতে এঁদের মিলন এক বছর পিছিয়ে গেল।

তৃতীয় উল্লেখ্য কমেডি নাটক 'দ্য টেমিং অব দ্য শু' (The Taming of the Shrew)। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত নাটক হিসেবে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকে একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে আর একটি কাহিনী বলা হয়েছে। প্রথম কাহিনীটি পরবর্তী কাহিনীর ভূমিকা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদ্ধতি শেক্সপিয়র নাটকে একবারই ব্যবহার করেছেন, পরে কাহিনী পরিবেশনের এই রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। এই নাটকের কাব্যধর্মিতা, ইউনিভারসিটি উইটস্ দের রচনাকে স্মরণ করায়। নাটকটি ফার্স জাতীয়। কাহিনী হচ্ছে, ক্রিস্টোফার শ্লাই নামে এক অচেতন মদ্যপকে একজন লর্ড শিকার থেকে ঘরে ফেরার পথে দেখতে পেয়ে মজা করার জন্য সঙ্গের লোকজনের সাহায্যে তাঁর দুর্গপ্রাসাদে তুলে নিয়ে আসেন এবং সেই মদ্যপই যেন দুর্গাধিপতি এমনভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে আজ্ঞা দেওয়া হয়। জ্ঞান ফেরার পর পরিবর্তিত অবস্থায় সে প্রথমে বিভ্রান্ত হলেও, পরে সে ভাবতে আরম্ভ করে যে সে সত্যই দুর্গাধিপতি লর্ড। তার বিনোদনের নানা আয়োজন করা হয়। অভিনেতাদের দিয়ে তার জন্য একটা নাটকও মঞ্চস্থ করা হয়। সেই নাটকের কাহিনী হচ্ছে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভেরোনাবাসী যুবক পেট্রুসিও এক ধনী পিতার আদুরে দজ্জাল মেয়ে ক্যাথারিনাকে বিয়ে করলেন। মেয়েটির নানা খেয়ালীপনা ও জেদকে কঠোরতর জেদ ও ভালবাসার দ্বারা প্রতিহত করার মধ্য দিয়েই ক্যাথারিনার নবজন্ম ঘটল। এইভাবেই বদমেজাজী (schrewd) মহিলা হয়ে উঠল স্বামী-অনুগতা (tamed) সুশীলা গৃহবধূ। নাটকটির আনন্দময় পরিণতি ঘটল।

চতুর্থ কমেডি নাটক ‘দ্য টু জেন্টলমেন অব ভেরোনা' (The Two Gentlemen of Verona)। শেক্সপিয়র রচিত প্রথম রোমান্টিক কমেডি হিসেবে উল্লেখ্য। রচনাকাল সম্ভবত ১৫৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম প্রচেষ্টায় অবশ্যই প্রতিভার পরিণত রূপ আশা করা যায় না। মন্টেমেয়োর (Montemayor)-এর ‘ডায়না' কাহিনীসূত্র থেকে নেওয়া সমসাময়িক কালের নানা কৌতুককর কাহিনী ও ঘটনা এখানে নাট্যকার উপভোগ্যভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। ভেরোনার দুই বন্ধু প্রোটিয়াস ও ভ্যালেন্টাইন। দুই বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। প্রোটিয়াস ভালোবাসেন জুলিয়াকে। মিলানে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন ভালোবাসেন রাজকন্যা সিলভিয়াকে। পরে প্রোটিয়াসও মিলানে গিয়ে সিলভিয়ার প্রেমে পড়লেন। নানা কৌতুককর ঘটনা ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে প্রোটিয়াসের মোহমুক্তি হল। তিনি পেলেন জুলিয়াকে আর ভ্যালেন্টাইন সিলভিয়াকে।

পঞ্চম কমেডি নাটক 'এ মিডসামার নাইট্স ড্রিম' (A Midsummer Night's Dream)। রচনাকাল সম্ভবত ১৫৯৭ বা ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ। কাহিনীর সূত্র হয়তো ওভিড বা চসারে পাওয়া যাবে। কিন্তু নতুন প্রাণ দিয়ে তাকে সাজিয়েছেন শেক্সপিয়র। এই নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে interlude-এর চরিত্রগুলির সংযোজন। যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিকের প্রভাব নাটকটিতে সবচেয়ে বেশি। ফুল, প্রণয়ী-প্রণয়িনী, স্বপ্ন ও পরীদের নিয়েই কাহিনী গড়ে উঠেছে। চাঁদনী রাত হচ্ছে ঘটনার সময়। পরীদের

রাজা ওবেরন, বটম বা পাক এরাও নাটকের রাজা-রানী প্রভৃতি মানব মানবী চরিত্রের চেয়ে কম উল্লেখ্য নয়। এথেন্সে নিয়ম ছিল, পিতার অমতে বিয়ে করলে কন্যার প্রাণদণ্ড হত। হার্মিয়া ভালোবাসত লিয়াণ্ডারকে। কিন্তু হার্মিয়ার পিতা তাঁকে বললেন এথেন্সের যুবক ডেমেট্রিয়ুসকে বিয়ে করতে।

ষষ্ঠ কমেডি নাটক 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস' (The Merchant of Venice)। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই রচিত। এখানে নাট্যকার অনেক পরিণত। দুটি কাহিনী সমান্তরালভাবে এগিয়ে এসে পরিণামে একত্রে মিশে গেছে। রোমান্টিক কমেডি, কিন্তু দুঃখবহ ট্র্যাজিক ঘটনাও এর সঙ্গে শেক্সপিয়র সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর পরিণত দক্ষতার পরিচয়। কাহিনী, ভেনিসের হৃদয়বান ধনী ব্যবসায়ী অ্যান্টোনিও। তাঁর বন্ধু ব্যাসানিওর বেশ কিছু টাকার জরুরী দরকার হয়ে পড়ল। উপস্থিত মতো অ্যান্টেনিরও হাতেও টাকা ছিল না। বন্ধুর প্রয়োজনে তাঁর বিপক্ষীয় ইহুদী মহাজন শাইলকের কাছে তিনি টাকা ধার করেন। নির্দিষ্ট দিন ও ক্ষণের মধ্যে টাকা শোধ করতে না। পারলে তাঁর গায়ের এক পাউণ্ড মাংস দিতে হবে এই ছিল শর্ত। নির্দিষ্ট দিন পেরিয়ে যাবার পর শাইলক শর্তমতো অ্যান্টোনিওর কাছে এক পাউণ্ড মাংস দাবী করেন। ব্যাসানিওর স্ত্রী পোর্শিয়ার বুদ্ধিবলে শেষ পর্যন্ত অ্যান্টোনিও মুক্তিলাভ করেন। বিষাদ ও দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যাওয়ার পর আনন্দ ও উচ্ছলতায় নাটক শেষ হয়।

শেক্সপিয়রের নাটক রচনার দ্বিতীয় পর্বে (১৫৯৭-১৬০০ খ্রিঃ) আমরা তিনখানি কমেডি নাটকের উল্লেখ পাই। (১) 'দ্য মেরী ওয়াইস্ অব উইন্ডসর', (২) 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' এবং (৩) 'মাচ অ্যাডু অ্যাবাউট নাথিং'।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম নাটক 'দ্য মেরী ওয়াইস্ অব উইণ্ডসর' (The Merry Wives of Windsor) সম্ভবত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রচিত। সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে লেখা শেক্সপিয়রের একমাত্র পারিবারিক কমেডি। 'হেনরী দ্য ফোথ', ঐতিহাসিক নাটকের দুই খণ্ডে ফলস্টাফ চরিত্র দেখে, ফলস্টাফকে নিয়ে আর একখানি নাটক রচনা করতে রানী এলিজাবেথ শেক্সপিয়রকে নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মেনেই এই কমেডি নাটকটি রচিত। তবে এখানে ফলস্টাফ খুব উজ্জ্বল চরিত্র নয়, একজন ভাঁড় মাত্র। কাহিনীর রেখারূপে রয়েছে উইন্ডসরে আগত স্যার জন ফলস্টাফ মিসেস্ ফোর্ড ও মিসেস্ পেজকে প্রেমপত্র লিখে নানাভাবে নাকাল হন।
দ্বিতীয় পর্বে দ্বিতীয় কমেডি নাটক 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' (As You Like It) ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রচিত। শেক্সপিয়র খুশীর মেজাজ এখানে উজাড় করে দিয়েছেন। রৌদ্রালোকিত আকাশ, প্রচণ্ড সবুজ

গাছপালার মিষ্টি পরিবেশ আর গান। দর্শকদের যেন বলছেন যার যেমন ইচ্ছে দেখে নাও, সাজিয়ে নাও, তাতেই মন ভরে উঠবে। এই 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'মাচ অ্যাডু অ্যাবাউট নাথিং' এবং পরবর্তী 'টুয়েলথ্ নাইট' নাটক তিনটি একত্রে রোমান্টিক কমেডির একটা বিশেষ গ্রুপ (group) বলা হয়ে থাকে। অ্যাজ ইউ লাইক ইট' Pastoral বা আনন্দময় অরণ্য পরিবেশে উপস্থাপিত একটি রোমান্টিক নাটক। ফ্রান্সের এক জনপ্রিয় ডিউকের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর ছোটো ভাই ডিউক ফ্রেডারিক ষড়যন্ত্র করে বড়ো ভাইকে তাঁর রাজ্য থেকে বঞ্চিত ও নির্বাসিত করেন। সেই সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ডিউকের সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও জনপ্রিয় কন্যা রোজালিণ্ডও নির্বাসিত হয়। সকন্যা জ্যেষ্ঠ ডিউক আর্ডেনের বনে (Forest of Arden) আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানেই সংসার পাতেন। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশ আর্ডেনের বনে বৃক্ষলতার সৌন্দর্য বয়োবৃদ্ধ ডিউকের মনে আনে প্রশান্তি। জনতার অরণ্য থেকে দূরে সরে এসে গাছপালা, ছোট্ট নির্ঝরিণী, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতির মধ্য থেকেই জীবনের পাঠ ও শান্তিলাভ করেন। এই আর্ডেনের বনমাঝে রোজালিণ্ডের সঙ্গী হয়ে আসে ফ্রেডারিকের মেয়ে, রোজালিণ্ডের প্রাণের সঙ্গী সিলিয়া। এদের সঙ্গী হয় বিদষক টাচ্‌স্টোন। এদের সবাইকে নিয়েই জমে ওঠে অরণ্যে আনন্দের আসর। এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছোটো ছেলে অরল্যাণ্ডোর সঙ্গে আগেই রোজালিণ্ডের পরিচয় হয় এবং তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই অরল্যান্ডোও তার বড়ো ভাইয়ের বিদ্বেষের ফলে থাকতে না পেরে আর্ডেনের অরণ্যে আশ্রয় নেয়, দেখা হয় ছদ্মবেশী রোজালিণ্ডের সঙ্গে। পূর্ব পরিচিত হলেও রোজালিণ্ডকে সে চিনতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মিলনের মধ্যে আনন্দময় পরিস্থিতিতে জটিলতার অবসান ঘটে। অরল্যান্ডো তার বড়ো ভাইকে এক সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচালে, ভাইয়ের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে। অনুতাপদগ্ধ ভাই অরল্যান্ডোকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। রোজালিণ্ড ও অরল্যান্ডোর মিলন হয়। অরল্যাণ্ডোর ভাই কামনা করে ফ্রেডারিক কন্যা সিলিয়াকে। বিদষক টাচস্টোন—সেই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? টাচ্‌স্টোন এক গ্রাম্য মেয়ে অভ্রের অনুরাগী হয়। সকলের মিলনের মধ্যে আনন্দময় পটভূমিতে আর্ডেনের কানন হয়ে ওঠে নন্দন কানন। শুধু এই-ই নয়। আর একটা সুখবর আসে—ডিউকের ছোটোভাই ফ্রেডারিক নিজের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়ে ডিউককে সাদর ও আন্তরিক আমন্ত্রণ জানায়। সব ভাল যার শেষ ভাল হিসেবে বৃদ্ধ ডিউক ফিরে পান তাঁর হারানো রাজ্য এবং তাঁর মর্যাদা।

তৃতীয় কমেডি নাটক 'মাচ অ্যাডু অ্যাবাউট নাথিং' (Much Ado About Nothing)। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু পরে রচিত। এর কাহিনী কিছুটা পরবর্তী অ্যারিয়োষ্টো ও বন্দেল্লোর কাছ থেকে নেওয়া। নাটকটি মূলত পাণি প্রার্থনা ও পরিণয় নিয়ে একখানি কমেডি নাটক। ঘটনাস্থল সিসিলির মিসিনা। মিসিনার শাসনকর্তার ভাইঝি বিয়াত্রিক এবং আরগোন-এর যুবরাজের সঙ্গী যুবক বীরযোদ্ধা বেনেডিক আপাত বিরোধিতার মধ্য দিয়ে প্রেমিক যুগলে রূপান্তরিত হলেন, অপর সঙ্গী ক্লডিওকে

ভালোবাসেন শাসনকর্তার মেয়ে হীরো। হল ভুল বোঝাবুঝি, যুবরাজ নিজে দৌত্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। অবশেষে মিলন ঘটল। প্রভাতের মেঘগর্জনের অন্তে সমস্ত বাদ-বিসম্বাদ মধুর মিলনে সমাপ্ত হল।

শেক্সপিয়রের তৃতীয় পর্বের (১৬০১-১৬০৮ খ্রিঃ) কমেডি নাটক হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি (১) 'টুয়েলথ্ নাইট', (২) 'অলস্ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল' এবং (৩) 'মেজার ফর মেজার'। এই নাটক তিনটি বাদ দিলে শেক্সপিয়রের জীবনে এই পর্ব হচ্ছে Grim Tragedy-র পর্ব। ঘন মেঘে আবৃত আকাশে এই কমেডিগুলি যেন প্রভাতী আলোর বিচ্ছুরণ বা comic relief।

রোমান্টিক কমেডি নাটক 'টুয়েলথ্ নাইট' অর 'হোয়াট ইউ উইল' (Twelfth Night or What You will) প্রথম অভিনীত হয় ১৬০১ বা ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে। অনেক নাটকের মতো এরও উৎস বন্দেল্লোর কাহিনী। প্রকৃতপক্ষে Purest Comedy বলতে যা বোঝায় 'টুয়েলথ্ নাইট' তাই। খ্রিস্ট জন্মোৎসবের দ্বাদশ রাত্রে নাটকখানির প্রথম অভিনয় হয়েছিল, তাই নাম 'টুয়েলথ নাইট'। ইলিরিয়ার ডিউক ভালোবাসেন সুন্দরী অলিভিয়াকে। অলিভিয়া বিমুখ। এমন সময় সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে সেবাস্টিয়ান ও ভায়োলা, একইরকম দেখতে যমজ ভাই-বোন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ইলিরিয়ার সমুদ্রতটে এসে আশ্রয় পান সুন্দরী ভায়োলা। ভায়োলা যুবক-বেশে সিজেরিও নামে ইলিরিয়ার ডিউক অর্সিনোর ভৃত্য নিযুক্ত হন। অলিভিয়ার মন জয় করার জন্য অর্সিনো সিজোরিও নামক ছদ্মবেশী ভায়োলাকে দিয়ে তাঁর কাছে প্রেমপত্র পাঠান। এই দৌতকার্যে অলিভিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটে ছদ্মবেশী ভায়োলা তথা সিজেরিওর। অলিভিয়া সিজেরিওকে ভালবেসে ফেলেন। এর মধ্যে জাহাজডুবি থেকে রক্ষা পেয়ে ভায়োলার ভাই সেবাস্টিয়ানও ইলিরিয়ায় এসে হাজির হল। শেষ পর্যন্ত সব জানাজানি হল। ডিউক ভায়োলাকেই বিয়ে করলেন।

কমেডি নাটক 'অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস ওয়েল' (Alls Well that Ends Well) রচনাকাল অনেকের মতে প্রথম যুগের এবং 'লাভ লেবারস ওন' (Love Labours Wonne) নামেও পরিচিত। নাটকটি কমেডি হলেও প্লট দুঃখের। চিকিৎসক কন্যা হেলেনা কাউণ্ট বাট্রামকে ভালোবাসেন। বাট্রাম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেলেনা কৌশলে ও বুদ্ধিবলে তাঁকে লাভ করেন।

'মেজার ফর মেজার' (Measure for Measure) কমেডি নাটকের অভিনয়কাল সম্ভবত ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ। নাটকটি কমেডি, কিন্তু সমালোচকদের মতে difficult play। নাটকের হাসি কষ্টসাধ্য হাসি। নাটকের পরিণতি মিলনান্তক বলেই নাটকটি হয়েছে কমেডি। কবিতা ও জীবন অভিজ্ঞতা এখানে শেক্সপিয়রের লেখনীতে একসঙ্গে মিশেছে। শান্ত ও দয়াবান ভিয়েনার ডিউক রাজ্যে অনাচারের প্রাবল্য

দেখে দুই সহকারী, বৃদ্ধ একেলাস এবং যুবক এজোলোর উপর রাজ্যভার দিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। সাধু বলে এনজোলোর খ্যাতি ছিল। সন্ন্যাসীবেশে ডিউক রইলেন লুকিয়ে। ভিয়েনার এক যুবক ক্লডিয়ো তাঁর প্রণয়িনীকে বিয়ে করতে চান, দেশের আইন মোতাবেক কড়া আইনরক্ষক এনজেলো বাধা দিলেন। কিন্তু নিজে ক্লডিয়োর বোন ইসাবেলার রূপে আকৃষ্ট হলেন। ডিউক জানতে পেরে ক্লডিয়োর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। রাজ্যভার ফিরিয়ে নিলেন। নিজে ইসাবেলাকে বিবাহ করলেন এবং এন্ জোলোকে তাঁর বিচারের নামে অবিচারের জন্য শাস্তি দিলেন।

আমরা শেক্সপিয়রের নাট্যজীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি। শেষ পর্বের নাটকগুলির মধ্যে দু'খানি কমেডি নাটককে চিহ্নিত করা হয়; (১) 'দ্য উইণ্টারস টেল' এবং (২) 'দ্য টেম্পেস্ট'। ট্র্যাজেডির বিষাদময়তার যুগ পেরিয়ে এই নাট্য-জীবনের শেষ পর্বে নাট্যকার শান্ত প্রসন্নতার কোলে আবার ফিরে এলেন। মানুষের দুঃখ-বেদনা, অপরিমিত উচ্চাশা, অদমনীয় প্রবৃত্তি, হিংসা-প্রতিহিংসা, লোভ-লালসার ভয়াবহ রূপ তিনি দেখেছেন। কিন্তু সেই ডার্ক ট্র্যাজেডির যুগ পেরিয়ে জীবনের পড়ন্ত বেলায় আবার সূর্যের প্রসন্ন রৌদ্রের দেখা পাওয়া গেছে এই শেষ পর্বের রোমান্স নাটকে।

'দ্য উইন্টার'স টেল' (The Winter's Tale) রোমান্টিক কমেডি নাটক। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হয়। সমালোচকদের মতে, more romantic that dramatic। নাটকে সিসিলির দৃশ্যাবলী, প্যাস্টোরাল চিত্র, ট্র্যাজি কমেডির আভাস সব আছে। নাটকের প্রথম ভাগ শীতপ্রধান দেশের মতোই কঠোর, শেষভাগ শীত শেষে প্রথম বসন্তের মতোই মিষ্টি। সিসিলির রাজা লেওন্টিস্। স্বামীপ্রাণা রানী হার্মিওনি। বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস আসেন দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে রানীর কথাবার্তায় রাজা লেওনটিসের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি রানীকে পাঠান কারাগারে। কারাগারে রানীর এক কন্যা হয়। বহু দুঃখ ও দুর্গতি অন্তে শেষে রাজা ও রানীর মিলন হয়। মেয়েটির বিয়ে হয় পলিক্সেনিসের ছেলের সঙ্গে।

শেষ কমেডি নাটক 'দ্য টেম্পেস্ট' (The Tempest)। এই রোমান্টিক কমেডির রচনাকাল সম্ভবত ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ। এই নাটকের মুখ্য আবেদন একদিকে এর কবিতায় এবং অন্যদিকে মিরাণ্ডা চরিত্রে। পিতা প্রস্পেরোও কম উল্লেখ্য নয়। নাটকীয় দীপ্তিতে ক্যালিবান এবং অ্যারিয়েলও সমান উজ্জ্বল। এই নাটকের পরিশিষ্ট এপিলোগ্ (Epiloge) অংশে প্রস্পেরোর বিদায়বাণীর মধ্য দিয়ে নাট্যজগৎ থেকে শেক্সপিয়রের বিদায়বাণী বিঘোষিত হয়েছে। প্রস্পেরোর কথা যেন হয়ে উঠেছে শেক্সপিয়রেরও কথা।

মিলানের ডিউক প্রস্পেরো তাঁর ভাই অ্যান্টোনিও-র ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত ও বিতাড়িত হন এবং সামান্য কিছু বইপত্তর ও কন্যাসহ ভাঙা নৌকায় তাঁকে সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তিনি জাদুবিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন। ভেসে ভেসে এক দ্বীপে গিয়ে ওঠেন এবং দ্বীপের দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণীদের জাদুবিদ্যায় বশীভূত করে তাদের করেন আজ্ঞাধীন। দ্বীপের ডাইনীর ছেলে কদাকার ক্যালিবান তাঁর আজ্ঞাধীন। আকাশচারী আজ্ঞাধীন এরিয়েল অদৃশ্যে তাঁদের সবাইকে দেখাশুনা করেন। সেই দ্বীপের কাছে জাহাজডুবির ফলে দ্বীপে এসে পড়লেন নেপলসের রাজা তৎসহ যুবরাজ ফার্ডিনান্ড এবং তাঁর সহচরগণ। প্রস্পেরোর ভাই অ্যান্টোনিও নিজেও এই দলে ছিলেন। এই নির্জন দ্বীপে মিরাণ্ডার সঙ্গে ফার্ডিনান্ডের দেখা হল, উভয়ে পরস্পরকে ভালোবাসলেন এবং শেষে প্রস্পেরোর সম্মতিক্রমে তাঁদের বিয়ে হল। অবশেষে প্রস্পেরোও তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। পারস্পরিক ক্ষমা, সকলের মিলন ও ভালোবাসার মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। প্রস্পেরো, মিরান্ডা ও ফার্ডিনান্ডের আনন্দময় বিবাহের আয়োজন করেন, ওই দ্বীপেই তাঁর অলৌকিক যাদুবিদ্যার সাহায্যে। তারপর ওই দ্বীপের দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত প্রাণী ও আত্মাকে মুক্তি দিয়ে জাদুজগৎ, জাদুবিদ্যা এবং নির্জন দ্বীপ থেকে বিদায় নিয়ে সদলবলে আবার মিলানে ফিরে এলেন। নাটকের অন্তে প্রস্পেরো যে সমাপ্তিবাণী উচ্চারণ করেন তাতে শুধু প্রস্পেরো নয়, নাটকের এবং রঙ্গমঞ্চের মায়ালোক থেকে নাট্যকার শেক্সপিয়রের বিদায়বাণীও বিঘোষিত হয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে নাট্যকারের মহৎ জীবনদর্শন—

"Our revels are now ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits, and
Are melted into air. into thin air:
••••••
And, like this insubstantial pageant faded,
Leaves not a rack behind. We are such staff
As dreams are made on; and our little life.
Is rounded with a sleep."

শেক্সপিয়র রচিত প্রথম পর্যায়ের কমেডিসমূহে রয়েছে যৌবন স্বপ্নের মদির বিকাশ, প্রাণের অপরূপ উজ্জ্বল উদ্ভাসন। এই বাস্তবের মাটির উপরেই তিনি সৃষ্টি করেছেন কল্পনার রঙিন পুষ্প। তাঁর কমেডির প্রধান উপজীব্য প্রেম। এই প্রেমের স্পর্শেই জীবন হয় সুন্দর, সহনীয়। সুন্দর কাল্পনিক রাজ্যে কাহিনীর ঘটনাস্থলে যেখানে সেখানে স্বর্গীয় পরীগণ মানবস্বভাবযুক্ত। হাল্কা খণ্ড মেঘের মতো জীবনের

সমস্যা স্বচ্ছন্দ ও প্রবহমান। এই কমেডিগুলিতে প্রাধান্য নায়িকাদের। এই নায়িকারা বুদ্ধিমতী, রসিকা, রূপবতী এবং প্রেমে দীপ্যমান।

শেক্সপিয়রের শেষ পর্যায়ের কমেডি নাটকে মিলনে নাটক শেষ হলেও নাটকগুলির আরম্ভ হয়েছে একটা ট্র্যাজিক পরিবেশের দিয়ে। 'ওথেলো'র ডেসডিমোনার মতো 'উইন্টার'স টেল'-এর হার্মিওন স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করেছে। "কিং লিয়ারে'র মতো মিলানের ডিউক প্রস্পেরো রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তবু এই দুঃখের কথাতেই নাটক শেষ হয়নি। মিলন, পারস্পরিক ক্ষমা, প্রসন্নতা ও শান্তির মধ্যে নাটকের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পাপবোধ পরাজিত হয়েছে, ধর্মবোধ ও মঙ্গল-চেতনা জয়লাভ করেছে। নাটকের পরিণতিতে প্রকাশিত এই ক্ষমাসুন্দর প্রশান্তি ও সুখচেতনা কবির সুগভীর জীবনদর্শনের ফলে। শেক্সপিয়রের শেষ নাটক 'দ্য টেম্পেস্ট' আমাদের মায়াময় এক কল্পলোকে নিয়ে যায়। প্রস্পেরোর ইন্দ্রজাল, মিরান্ডার স্বর্গীয় প্রেম, এরিয়েলের সৌন্দর্য সংগীত, অর্ধমানবশিশু ক্যালিবানের রূপমুগ্ধতা—সব মিলিয়ে কল্পনাময় মায়ালোক সৃষ্টি করেছে, যেখানে সবকিছুই সম্ভব। এবং শেষ পর্যন্ত নাটকের প্রাথমিক যে দুঃখ ও বিষাদময় পরিবেশ তা অতিক্রম করে ক্ষমা, স্বস্তি, শান্তির এক শুভ মিলনমন্ত্র ব্যঞ্জিত হয়েছে নাটকের মধ্যে।

এই হচ্ছে শেক্সপিয়রের কমেডি নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁর ট্র্যাজেডি ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির মতো কমেডি নাটকের ক্ষেত্রেও কাহিনীর দিক থেকে তিনি বিশেষ মৌলিকত্বের দাবী করতে পারেননি। প্রায় সব কাহিনীর সূত্রই হচ্ছে পূর্ববর্তী কোনো কাহিনী। আবার গোড়ার দিকের অনেক রচনায় অন্য নাট্যকারদের সহায়তা ছিল, একথাও অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু তাই বলে বিশ্বসাহিত্যে দ্বিতীয় কোনো শেক্সপিয়রকে আমরা আজও পাইনি। পুরানো মালমশলা এবং কোথাও কোথাও সহকারী মিস্ত্রীর সাহায্য নিয়েই তিনি তাঁর নতুন নাট্যধর্ম নির্মাণ করেছেন, মৃন্ময় দেহে চিন্ময় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিভার জাদুস্পর্শে সাধারণ ধাতুপিণ্ডকে রূপান্তরিত করেছেন স্বর্ণপিণ্ডে।

5.জর্জ বার্নাড শ' নাট্য প্রতিভার পরিচয় দাও।

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বর্নাড শ'। তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং দার্শনিক চিন্তাধারা জাতির সঞ্চয়। কিন্তু যখন তিনি সাহিত্য রচনায় প্রথম ব্রতী হন তখন বহু লোকই তাঁর বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা সহজে গ্রহণ করেননি। শতাব্দীর অচলায়তন ভেঙে তছনছ করে তিনি যখন সাধারণ মানুষকে দিনের প্রখর আলোকে টেনে নিয়ে এলেন, তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। পাঠক প্রথমে তাঁকে মনে করেছিল—কালাপাহাড়। তারপর বাচাতুর্য এবং হাস্যরসের প্রাচুর্য দেখে মনে করেছিল যে, শ' ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাব অত্যন্ত লঘু ভাষায় তিনি পরিবেশন করেছিলেন। শ'র মতে আর্ট মাত্রই প্রচার, তিনি হাজার বিষয়ে তাঁর মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি

স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন : "জাতিকে আমার মতবাদে দীক্ষিত করাই আমার নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।" তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নদী যদি স্রোত হারিয়ে ফেলে তবে সহস্র শৈবাল দাম তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। জাতি ও লোকাচারের সহস্র বন্ধনে বাঁধা পড়লে তার মৃত্যু আনিবার্য, জাতির আজ দৈনদশা। ধর্ম এসেছে মোহবেশে, বিচারের চেয়ে আচার, বিজ্ঞানের চেয়ে সংস্কার বড়ো হয়ে উঠেছে। মূলত তাঁর নাটককে মতবাদ প্রচারের হাতিহার রূপে ব্যবহার করলেন।

রচনাসমূহ : ১৮৯২-এর ৯ নভেম্বর তারিখে বার্নাড শ'র প্রথম নাটক উইডোয়ারস হাউসেস অভিনীত হয়। এরপর কয়েক বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৯৮-তে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর নাট্য সংগ্রহ গ্রন্থ— Plays and pleasant and unpleasant। এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছিলেন— মিসেস ওয়ারেনস প্রফেসন (1893), দি ফিলানডারার (1893), আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান (1894), ক্যান্ডিভা (1895), দি ম্যান অব ডেষ্টিনি (1895), ইউ নেভার ক্যান টেল (1897) প্রভৃতি নাটক। এই একই সময়ে শ' লিখেছিলেন আরও দুখানি নাটক—দি ডেভিলস ডিসিপল (1897), ক্যাপটেন ব্রাসবাউন্ডস কনভারসান (1899)। এরপর রচনা করেন সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা (1898) নামক নাটক। তবে এর পরবর্তী সময়টি বার্নাড শ'র নিকট ছিল অত্যন্ত অনুকূল, কারণ ১৯০৪-১৯০৭ পর্যন্ত শ' ১১টি নাটকের ৭১১ বার অভিনয় হয়েছিল। এর মধ্যে নাম করতে হয়—ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান (1905) এটি বার্নাড শ'র শ্রেষ্ঠ নাটক, মেজর বারবারা (1905), দি ডক্টরস জিলমা (1906) ইত্যাদি। কিন্তু এর পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ 1913 খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ মনোরঞ্জক কমেডি—পিগ ম্যালিয়ন।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন বার্নাড শ'। মূলত ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান থেকে বার্নাড শ'র খ্যাতি ছিল সর্বদাই উর্ধ্বগামী। এই পর্বে রচিত নাটকগুলির উৎকর্ষতা তাঁকে এনে দেয় নোবেল প্রাইজ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে শ'র প্রধান নাট্যকীর্তি হিসাবে নাম করা যায়—হার্টব্রেক হাউস (1920), ব্যাক টু মে যুযেলা (1922), সেন্ট জোন (1923), দ্য অ্যাপল কার্ট (1929), বার্নাড শ'র শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ নাটক এই দ্য অ্যাপল কার্ট মূলত পরিণত ও সরস রচনা। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি খুব প্রাণচঞ্চল ও জটিল নয় বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। তাঁর চরিত্রগুলি যেন নাট্যকারের চিন্তার বাহন মাত্র। কিন্তু একথা সর্বত্র স্বীকৃত নয়, সেটি হল নাটকের নায়িকা অন্তত বার্নাড শ'র চিন্তাধারার বাহন হয়ে ওঠেনি, তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। তাঁর নাটকের মূল আকর্ষণ অপূর্ব সংলাপ এবং বাচাতুর্য, অলংকারের আশ্রয় তিনি এতটুকু গ্রহণ করেননি। ইংরাজি গদ্যের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। আবার তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, সত্যকে প্রকাশ করবার সৎ সাহস তাঁর ছিল। রোমান্টিকতার স্পর্শ বা ভাবাবেগ তাঁর এতটুকু নেই। সর্বপ্রকার কপটতা এবং মিথ্যাচারের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন, গতানুগতিক ভাবধারা তিনি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।

যুক্তিবাদে বিশ্বাসী, রোমান্টিকতার অযৌক্তিকতায় তাঁর ছিল না বিন্দুমাত্র আস্থা। যেমন—ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান নাটকে তিনি রোমান্টিক প্রেমের কঠোর সমালোচনা করেছেন। 'আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান' নাটকে তিনি বীরত্ব এবং প্রেমের সম্বন্ধে গতানুগতি মোহের উপর আক্রমণ করেছেন। ম্যান অব ডেসিমি এবং সীজার অ্যান্ড ক্লিক ও পেট্রা নাটকে তিনি ইতিহাস স্বীকৃত বীরপুরুষদের বীরত্বহীনতার কথা প্রকাশ করেছেন। উইডোয়ারস হাউস নাটকে বস্তির জমিদারদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। দি ডেভিল ডিসিপল এবং মেজর বারবারা নাটকে তিনি গতানুগতিক ধর্ম বিশ্বাসের উপর নিষ্করুণ আঘাত হেনেছেন। দি ডকটরস নাটকে তিনি চিকিৎসকদের উপর আক্রমণ করেছেন। গেটিং ম্যারেড নাটকে তিনি বিবাহ পদ্ধতির নিষ্করুণ সমালোচনা করেন। মিসেস ওয়ারেনস প্রফেসন নাটকে তিনি গণিকাবৃত্তির উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। পিগম্যালিয়ন নাটকে সামাজিক আচার ব্যবহারের নিন্দা করেন। এই সকল বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির উপর কঠোর আঘাত হানায় নাট্যকার বার্নাড শ' বাস্তববাদী রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন।

নাটকের বৈশিষ্ট্য :

(১) ধারণাপ্রবণ নাটক : ক্ষুরধার ব্যাঙ্গ, উজ্জ্বল ও শানিত সংলাপ চমৎকৃত করেছিল। দর্শকমণ্ডলীকে। মূলত তাঁর নাটকগুলি ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক ভাবধারার মাধ্যম।

(২) নাটকের বিশদ ভূমিকা : শ'র প্রায় প্রতিটি নাটকে রয়েছে দীর্ঘ ভূমিকা, যাতে নাট্যকার জোরালোভাবে তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে বিবৃত করেছেন।

(৩) চরিত্র : বৈচিত্র্য ও বাস্তবনিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টিতে বার্নাড শ' শেকসপিয়রের সমতুল্য।

(৪) ব্যাঙ্গ ও সরসতা : বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা ছিল শ'র কমেডি নাটকের প্রাণ।

(৫) সমালোচনা : নাটকে নাট্যকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমালোচনা ও বিশ্লেষণের হাতিয়ার রূপে দেখেছিলেন।

(৬) সংলাপ : কথা বলা শিসে শ'র দক্ষতা ছিল উচ্চাঙ্গে। তাঁর নাটকে সংলাপ নির্মাণ এক অভাবনীয় সাফল্যের পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

(৭) নাট্য কৌশল : তাঁর নাটকগুলি প্রচারধর্মী ও ধারণা প্রধান হওয়া সত্ত্বেও নাট্য শিল্পের টেকনিকগত দিকগুলো তিনি বিশেষভাবে রপ্ত করেছিলেন, যে কৌশল একেবারে তার নিজস্ব।

সর্বোপরি বার্নাড শ' বিশ্বাস করতেন, মানুষের সৃষ্টি যেসব নীতি বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার অধিকাংশেরই কপটতার ওপর ভিত্তি। মুষ্ঠিমেয় লোকের স্বার্থ, লোভ, লালসা চরিতার্থতার জন্যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রয়োজন। তাই তিনি পুরোপুরি হাস্যরস ও ব্যঙ্গ কৌতুকের সাহায্যে এই সমাজ ব্যবস্থার মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। তিনি ট্রাজেডি লেখেননি, লিখেছেন শুধু কমেডি। শেকসপিয়রের কমেডিতে রয়েছে রোমান্সের সুর, জনসনের কমেডিতে রয়েছে ব্যঙ্গ, আর শ'র কমেডিতে রয়েছে এসবেরই অপূর্ব সমন্বয়। তাই পাঠক ও দর্শকের কাছে তিনি অনায়াসেই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিলেন। এখানেই নাট্যকার বার্নাড শ'র বিশেষত্ব।

6.নাট্যকার বার্নার্ড শ' সম্পর্কে আলোচনা করো | কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য বার্নার্ড শ' আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার?—

বার্নার্ড শ' নাট্যকার হিসেবেই বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু তাঁর অন্যান্য গদ্য রচনার সঙ্গে প্রায় প্রতিটি নাটকের ভূমিকা (Preface) রূপে গদ্যে লিখিত যে আলোচনা রয়েছে তাতে গদ্য শিল্পীরূপে তাঁর বৈশিষ্ট্যও কম নয়। তাঁর মূল নাটক ও নাটকের ভূমিকা (Preface) কৌতূহলী পাঠকের কাছে সমান আকর্ষণীয়। নিরলস পরিশ্রমী, চিন্তাশীল এই বিতর্কিত মানুষটি তাঁর সময়েই প্রবাদ পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন।

শেক্স্পীয়রের এবং শেকস্পীয়রের পরবর্তীকালের নাটক যে পথে চলছিল, বার্নার্ড শ'র নাটক সেখানে এক নতুন ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করল। প্রশ্ন তুললেন সমাজ সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়েই নয়, প্রশ্ন তুললেন নাটকের প্রচলিত আঙ্গিক নিয়ে। নাট্যক্রিয়া সৃষ্টিতে শুধু বহিরঙ্গ ক্রিয়া নয়, আলোচনাও যে মানসিক ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তিনি হাতে কলমে তা দেখালেন, তাঁর হাতে Drama of action হল Drama of discussion।

সাহিত্যে নন্দনতত্ত্বেরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' (art for arts sake) বা 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এ জাতের তিনি সমর্থক ছিলেন না। 'ম্যান এন্ড সুপার ম্যান' নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, শুধু শিল্পের খাতিরে আমি একটি লাইন লেখার কষ্টও স্বীকার করতে রাজী নই'। তাঁর মতে সাহিত্য জীবনের জন্য, সমাজ ও মানুষের মঙ্গলের জন্য। শিল্পের জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্যই শিল্প। সমস্ত নাটক ও প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়ে এই সমাজ ও মানুষের মঙ্গলচেতনায় উদ্দীপিত মানুষটি চলিত নীতি-নিয়ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন, বুদ্ধি ও মঙ্গলচেতনার কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই

করে নিয়েছেন এবং এইভাবেই ভিক্টোরিয় যুগের অন্ত্যপর্বে এবং বিশ শতকের প্রথম পাদে যে জিজ্ঞাসার যুগ (age of interrogation) শুরু হয়েছিল তিনি সেই যুগের একজন প্রতিনিধিমূলক নাট্যকার হয়ে উঠেছিলেন।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে সমাজের অন্তররূপটিকে প্রকাশ করে নিপুণ শল্য চিকিৎসকের মতো তাকে সামনে নিয়ে এসেছেন এবং নিরাময় করতে চেয়েছেন। তিনি তার্কিক, সমাজ-সংস্কারক ও দার্শনিক। কিন্তু সর্বোপরি তিনি নাট্যশিল্পী। রঙ্গমঞ্চ ও এর অঙ্গ রূপায়ণেও তিনি অসাধারণ নিপুণ। বক্তব্য পরিবেশনেও রয়েছে তাঁর মৌলিকতা। এর মধ্য দিয়েই তিনি জাতিকে তাঁর মতে দীক্ষিত ও উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য এর ফলে শ'-র নাটকগুলি হয়ে উঠেছে সমস্যামূলক নাটক (Problem Play)।

'আমর্স এ্যান্ড দ্য ম্যান' (Arms and the Man) নাটকে যুদ্ধ ও প্রেমের যথার্থ স্বরূপ নিরূপিত। যুদ্ধ প্রয়োজনীয় কিন্তু ভয়ঙ্কর। যুদ্ধের মধ্যে মহত্ব, বীরত্ব ও আদর্শের সন্ধান মানবচিত্তের নিদারুণ মূঢ়তাকেই প্রকট করে। 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেসন্' (Mrs. Warren's Profession) নাটকে পতিতা সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থনীতিগত তাড়নাই নারীকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করে। এই পতিতাবৃত্তি সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজের একটা কলঙ্কিত বৃত্তি। এই সঙ্গে তিনি মিসেস ওয়ারেনের মুখ দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়েছেন যে পেশা হিসেবে উনিশ শতকের কারখানার জীবন থেকে এ জীবন কোনো অংশে খারাপ নয়। এ বক্তব্য নিশ্চিত এক সাহসী ও সমাজ বিপ্লবীর বক্তব্য। 'ইউডোয়ার্স হাউসেস্' (Widower's Houses) নাটকে একদিকে জীবনের ভয়াবহ দারিদ্র্য, অপরদিকে পীড়নকারীর স্ত্রী, মালিক ধনিক সম্প্রদায়ের ভদ্র জীবনযাপনের প্রয়াস তুলে ধরে সামাজিক বৈষম্যের নগ্নরূপকে প্রকাশ করেছেন। নাটকগুলির মধ্য দিয়ে সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা দেখান ছিল। শ'-এর উদ্দেশ্য। বক্তব্যের দিক থেকে 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। শ'-এর থিসিস স্বরূপ এই নাটকে নাট্যকার বলেছেন ইচ্ছাশক্তি ও জীবনীশক্তি—এই উভয়ের যোগে পৃথিবীতে একদিন অতিমানবের (Superman) আবির্ভাব ঘটবে। নাটকটিতে Life force মতবাদ প্রকাশিত। এই মতবাদই 'ব্যাক টু মেথাসেলা'র সৃষ্টিকারক বিবর্তনের চরম প্রতিষ্ঠিত। এই 'লাইফ্ ফোর্স' একটা বিশেষ শক্তি যা মানুষকে উন্নততর ও পরিপূর্ণ জীবন অভিমুখে নিয়ে যায়। এরই প্রেরণায় নারী উচ্চতর জাতি সৃষ্টির জন্য অসাধারণ পুরুষকে আকর্ষণ করে। ধর্মান্ধতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে শ' তাঁর সাহসী বক্তব্য তুলে ধরেছেন 'সেণ্ট জোয়ান' নাটকে। এইভাবেই শ' চিরাচরিত ভাবনায় লক্ষণের গণ্ডীকে ভেঙে সমাজ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে দাঁড় করাতে চেষ্টা

করেছেন। ফলে তাঁর বিপ্লবী ভাবনার যোগে শায়ের নাটকগুলি হয়েছে বক্তব্য প্রধান (drama of ideas)।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে বার্নার্ড শ' নাটকে প্রাচীন ও বিবর্তিত উভয়রূপই গ্রহণ করেছেন। নাট্যকার ইবসেনের প্রভাব তাঁর নাটকে রয়েছে। নাটকে নেপথ্য উক্তি, স্বগোতক্তি প্রভৃতি বর্জিত। আবার প্রাচীন নাট্যকলার অনুকরণে অলঙ্কার বহুল দীর্ঘ ভাবনারও প্রবর্তন করেছেন। নাটকীয় আঙ্গিকের বিচারে শ'-এর নাটকের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(ক) নাটকের ভূমিকা (Preface) রচনা-যুক্তি-তর্ক, হাস্য-পরিহাস এবং তীক্ষ্ণ ভাষণের দ্বারা নাটকের বক্তব্য বিষয়কে সমর্থনের প্রয়াস। (খ) ক্লাসিক রীতির ত্রি-ঐক্য নীতি পরিত্যাগ। (গ) নাটকে গতি ও সংঘাতের স্বল্পতা লক্ষ্যণীয়। (ঘ) নাটকে বহির্দ্বন্দ্ব নয় অন্তর্দ্বন্দ্ব; মানসিক দ্বন্দ্ব ও আদর্শের সংগ্রামই এখানে মুখ্য। বাক্যদীপ্তি, মনচেতনা, বুদ্ধি ঝলকিত সংলাপ শ'-এর নাটকে বহির্দ্বন্দ্বের স্বল্পতা পূরণ করেছে। (ঙ) নাটকে সূক্ষ্ম মঞ্চ নির্দেশনার সহায়তায় বিষয় উপযোগী পরিবেশ মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির সু-রূপায়ণের সংকেত রয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর নাটক সবসময় প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠেনি। চরিত্রগুলি প্রাণময় আবেগদীপ্ত জীবনের প্রতিরূপ চরিত্র হয়ে ওঠেনি, হয়েছে নাট্যকারের মতবাদের বাহন—টাইপ চরিত্র। নাটকে যতটা চমক রয়েছে ততটা পরিতৃপ্তি নেই। তবুও ইংরেজী সাহিত্যে নাটকের বিবর্তনের ইতিহাসে নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ' এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং অনস্বীকার্য প্রতিভা।

'বার্নার্ড শ'-এর নাটক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ সমালোচনার মাধ্যমে সমাজের সংস্কার সাধন।'—বার্নার্ড শ'-এর নাটক সম্পর্কে

উদ্দেশ্যমূলকতা বার্নার্ড শ'-র নাট্যরচনার প্রধান লক্ষণ। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, "শুধু শিল্পের খাতিরে আমি একটি লাইনও লেখার কষ্ট স্বীকার করতে সম্মত নই।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে বার্নার্ড শ'-এর নাট্যপ্রতিভার স্বরূপ উদ্ঘাটন করো।

বিশ শতকের প্রথম দশক ইংরেজী সাহিত্যের নাটক রচনার ক্ষেত্রে এক প্রতিশ্রুতি ও সম্ভবনাময় দশক। প্রায় এক শতাব্দীর ভাটার টানের পর বার্নার্ড শ', গলওয়ার্দি এবং আইরিশ নাট্যকার সিঙ্গ (J.M. Synge) প্রভৃতির হাতে ইংরেজী নাটক নতুন ধারায় ও নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়ে সাহিত্যে স্থান করে নিল। ইংরেজী সাহিত্যে এই নাটকগুলিকে আমরা 'নব নাটক' (New Drama) বলেও অভিহিত করতে পারি। একমাত্র আনন্দ দানই এই নাটকসমূহের উদ্দেশ্য ছিল না, সমাজনীতি, অর্থনীতি, জীববিদ্যা, জ্ঞানের বিচিত্র বহুমুখী দিককেও মনস্বীতার নতুন আলোকে আধুনিক কালের পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। নতুন জিজ্ঞাসায় আলোড়িত করেছেন পাঠক-মনকে। তৎকালীন কাব্য ও উপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী আঙ্গিকরুপেও নাটক গড়ে উঠল।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে এই নতুন ধরনের নাটক একেবারে আকস্মিকভাবে এই সময় আত্মপ্রকাশ করেনি। এর পেছনে একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল। শেরিডন (Sharidon)-এর সমাজমুখী নাটক, 'দ্য রাইভ্যালস' (The Rivals, ১৭৭৫ খ্রিঃ) এবং 'দ্য স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল' (The School for Scandal, ১৭৭৭ খ্রিঃ) রচনার পর প্রায় শতবর্ষ পেরিয়ে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে রবার্টসনের (Thomas William Robertson, ১৮২৯-৭১ খ্রিঃ) হাতে আবার বাস্তব জীবন ও সমাজকে নিয়ে লেখা নাটক পাওয়া গেল। তাঁর কমেডি নাটক 'সোসাইটি'-তে (Society. ১৮৬৫ খ্রিঃ) তৎকালে প্রচলিত আবেগময় রোমান্টিক কাহিনী পরিবেশনের পরিবর্তে মানসিক চিন্তার খোরাক জোগান হয়েছে। এই কারণে সেকালে নাটকটি দর্শকদের নন্দিত অভিনন্দন লাভ করে নি। কিন্তু আধুনিক 'নবনাটক' বা বার্নার্ড শ' প্রমুখ আধুনিক নাট্যকারদের পথ প্রশস্ত করেছে। ক্রমে নাটক হয়ে উঠেছে সমাজ সংগ্রামের হাতিয়ার। সমসাময়িক জীবন ও সমাজের যে বিভিন্ন সমস্যা, সেই সমস্যা ও তার সমালোচনা নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল।

এই ধারাপথেই উনিশ শতকের শেষে এলেন বার্নার্ড শ', গলসওয়ার্দি। এই সময়কালেই এলেন ওস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde)। তাঁর হাস্যরসনিপুণতা, চমৎকারী বুদ্ধি ও রসিকতা, শিল্পকুশলতা, অত্যুতকৃষ্ট উজ্জ্বল নাটকীয় সংলাপ প্রভৃতি সাহিত্য হিসেবে নাটককে আরো উঁচু গ্রামে তুলে নিয়ে গেল।

বার্নার্ড শ'র ওপর আর একজন নাট্যকার প্রভাব বিস্তার করেছেন। তিনি হচ্ছেন নরওয়ের নাট্যকার আধুনিক নাট্য আন্দোলনের গুরু ইবসেন (Henrik Ibsen)। সামাজিক সমস্যাসমূহকে নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি সুন্দর রূপ দিয়েছেন। বার্নার্ড শ' ছিলেন তাঁর অনুরাগী ও অনুগামী। 'কুইন্টেসেন্স অব ইবসেনিজম্' (Quintessence of lbsensim) প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

এই সময়ের এই নব নাটকের পথ তৈরীতে পিনেরো (A. W. Pinero) এবং জোনস্ (Henry Arther Jones) তাঁদের সমাজসমস্যামূলক নাটক নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। শ' থেকে বয়সে এরা সামান্য বড়।

পূর্বসুরীদের এই পথ ধরেই ইংরেজী নাটকের প্রশস্ত অঙ্গনে এলেন বার্নার্ড শ'। শেকসপীয়রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেও তার রোমান্টিক কল্পনার প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন। ইবসেন প্রদর্শিত পথই হল তাঁর নাটক রচনার আদর্শ। তিনি যখন নাটক লেখা আরম্ভ করেন সেই সময় পেটার (Pater) প্রভৃতি কথিত 'আর্ট ফর আর্টস সেক' (art for art's sake) বা শিল্পের জন্যই শিল্প—এই ছিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত মত। এই মতের তিনি সমর্থক ছিলেন না। তাঁর মতে এই মতবাদ সাহিত্যিকের দৈন্য এবং জীবন ও সামাজিক সমস্যাসমূহের গভীর অনুধাবনের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখে। তাই তাঁর 'ম্যান অ্যান্ড সুপ্যারম্যান' (Man and Superman) নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেন—"শুধু শিল্পের খাতিরে আমি একটি লাইন লেখার কষ্টও স্বীকার করতে রাজী নই" (For art's sake

alone, I would not face the toil of writing a single line.")। সোস্যালিস্ট শ' নাটকের মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন, পালন করেছেন সমাজ-শিক্ষকের দায়িত্ব। তিনি মনে করতেন শিল্পের চেয়ে জীবন বড় এবং সাহিত্য সামাজিক শিক্ষার জন্য, জীবনের জন্য তাই তাঁর কাছে নাটকের মণ্য স্টেজ-ই হচ্ছে স্কুল বা চার্চতুল্য, একাধারে শিক্ষা এবং আনন্দলাভের ক্ষেত্র। এর মধ্য দিয়েই তিনি জাতিকে তাঁর মতে দীক্ষিত ও উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন।

এর ফলে শ'-র নাটকগুলি হয়ে উঠেছে সমস্যামূলক নাটক (Problem Play), সেই সমস্যা শ'-র সমসাময়িক যুগের সমস্যা। সমস্যা সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি, জীববিজ্ঞান, চিরন্তন নীতির দোহাই দিয়েই প্রচলিত রীতিনীতি নিয়ে উদ্ভুত সমস্যা। হাস্যরস, ব্যঙ্গ, শাণিত বক্তব্য ও নাটকীয় সংলাপের দ্বারা তিনি বক্তব্যকে উপভোগ্য করে তুললেন। অবশ্য শ' তাঁর নাটকে সমস্যাই তুলে ধরেছেন। নিজে কোনো সমাধান দেন নি। পাঠক বা দর্শকের মনকে জাগিয়ে তুলে তাদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন সমাধানের ভার।

শ'-র 'উইডোয়ার্স হাউসেস' নাটকটিতে লণ্ডনের বস্তি জীবনের বাস্তব রূপ, তার অসহ দারিদ্র্য ও বঞ্চনাময় জীবন এবং তার পাশাপাশি বিলাসবৈভব দেখান হয়েছে। মানব সমাজের এই বৈষম্যকে পাশাপাশি তুলে ধরে এই সামাজিক সমস্যার প্রতি সহৃদয় মানুষের চিন্তা ও চেতনাকেই তিনি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেস' নাটকের বিষয়বস্তু ছিল পতিতা সমস্যার কারণ ও স্বরুপ। 'আমর্স এণ্ড দ্য ম্যান' নাটকের বিষয়বস্তু যুদ্ধ। উভয়ের মধ্য দিয়েই সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা দেখান ছিল এই নাটকদুটিতে শ'-র উদ্দেশ্য। শ'র থ্রি প্লেজ ফর পিউরিনাস শুচিতাপন্থীদের জন্য লিখিত। নাটক তিনটিতে তিনি ধর্ম, কামনা, প্রতিহিংসা প্রভৃতিকে নিয়ে কাহিনীকে রূপ দিয়েছেন। এখানেও সুপ্ত পাঠকমনকে প্রশ্নের আঘাতে জাকিয়ে দেওয়াই শ'-র উদ্দেশ্য ছিল। নাটকে বক্তব্যই প্রধান। নিছক আনন্দদান নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়। ফলে সাধারণ দর্শক সমাজের কাছে নাটকগুলি অপ্রিয় হয়ে উঠল। এই বিরূপতার মধ্য দিয়েই নাট্যকারকে নতুন যুগের পথ নির্মাণ করতে হল।

বক্তব্যের দিক থেকে 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান' নাটকটি উল্লেখ্য। শ'র থিসিসস্বরূপ এই নাটকে জীবনশক্তি বা Life Force বিষয়টি চিন্তা বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত ছিল না, তাকে নাট্যকার প্রায় জীববিদ্যার স্তরে টেনে নিয়ে গেছেন। নাট্যকার বলেছেন ইচ্ছাশক্তি ও জীবনশক্তি—এই উভয়ের যোগে পৃথিবীতে একদিন অতিমানবের (Superman) আবির্ভাব ঘটবে এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

নাট্যকারের 'ব্যাক টু মেথুসেলা' (Back to Methuselah) নাটকটির বক্তব্য আকর্ষণীয়। বার্নাড শ' এখানে ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন ও বিবর্তনবাদ'-এর (Theory of Evolution by Natural Selection) প্রতিবাদ করেছেন। দুর্বলকে হত্যার দিয়েই সক্ষমেরা টিকে থাকে ডারউইনের এই মতের প্রতিবাদে শ' Will Force বা মনের জোরে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এই মনের জোরেই একদিন

উৎকৃষ্ট মানুষ যুদ্ধ ও পাপহীন পৃথিবীকে গড়ে তুলবে। এই-ই হল মিল্টন-কল্পিত 'প্যারাডাইস রিগেইণ্ড'। ধর্মান্ধতা বনাম দেশপ্রেম নিয়ে শ' তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন 'সেন্ট জোয়ান' (St. Joan) নাটকে। এইভাবেই মানব সংসারের সমস্ত ক্ষেত্রেই শুধু তাঁর চিন্তা ও ভাবনা ঘোরাফেরা করে নি, এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রতিটি নাটকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। চিকিৎসা বিভ্রাট, ধ্বনিবিজ্ঞান ও সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতি, এমন কি বিবাহ সম্বন্ধেও তিনি তাঁর নিজস্ব বক্তব্যকে নাটকের মাধ্যমে পরিবেশিত করেছেন। ফলে তাঁর নাটকগুলি হয়েছে বক্তব্যপ্রধান (Drama of ideas)I

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদী বার্নার্ড শ' প্রথম যৌবনে ছিলেন সমাজবাদী বক্তা ও প্রচারক। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে তৎকালীন মানুষের কাছে অপ্রিয় সমাজতন্ত্রী বক্তব্যই তুলে ধরেছিলেন। নাটকের মধ্যেও আমরা এই সমাজের মঙ্গল চেতনায় প্রবুদ্ধ এই সমাজতন্ত্রী মানুষটিরই পরিচয় পাই। তাই শিল্প নয়, মানুষ ও মানুষের সমাজের মঙ্গলচিন্তাই তাঁর সাহিত্যের কলমকে পরিচালিত করেছে। সমাজ মঙ্গল এষণার কেন্দ্রবিন্দুতেই এক হয়ে মিশে গেছে বক্তা, প্রচারক, উপন্যাসিক, নাট্যকার বার্নার্ড শ', জ্ঞানবিজ্ঞানের আধুনিক ভাবনায় বিদগ্ধ, সমাজবাদী চেতনায় ভাস্কর, চিন্তাবিদ ও সংগ্রামী বার্নার্ড শ'।